ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-185 ■ 13 April, 2025 ■ আগরতলা ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ৩০ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ওয়াকফ সংশোধনী আইন বিরোধীতায়

উত্তপ্ত কৈলাসহর, পুলিশের সঙ্গে খন্ডযুদ্ধে আহত বহু, ধৃত ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আজ কৈলাসহরের রাজপথে যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়েছিল। এদিনের মিছিলটি টিলাবাজার থেকে শুরু হয়ে মহকুমা শাসকের পুরাতন কার্যালয়ে গিয়ে শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই কুবজার এলাকায় মিছিলটিকে আটকে দেয় পুলিশ। তাতেই মূহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি, পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়। তাতে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী এবং আন্দোলনকারী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে আহত হয়েছেন পুলিশ কর্মী দেবজিৎ দাস সহ অনেকেই। ওই ঘটনায় পুলিশ প্রায় ৭ জনকে গ্রেফতার করে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন জেলা পুলিশ আধিকারিক ও ডিআইজি রথীরঞ্জন দেবনাথ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে টিএসআর, সিআরপিএফ ও বিএসএফ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুসায়ী আজ ভারত সরকারের ডাক বিভাগের সামনে ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যৌথ মঞ্চ। এদিনের মিছিলটি টিলাবাজার থেকে শুরু হয়ে মহকুমা শাসকের পুরাতন কার্যালয়ে গিয়ে শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই কুবজার এলাকায় মিছিলটিকে আটকে দেয় পুলিশ। ওই ঘটনায় মূহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে পড়ে। একসময় আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রনে আনতে পুলিশ দুই একজনের উপর মৃদু লাঠি চালিয়েছিল। তাতেই শুরু হয় পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে খন্ড যুদ্ধ। তাতে বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী আহত হয়েছেন। পাশাপাশি দুই-একজন পুলিশ কর্মীর ও সামান্য আঘাত লেগেছে। ওই ঘটনায় পুলিশ প্রায় সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন জেলা পুলিশ আধিকারিক, ও ডিআইজি রথীরঞ্জন দেবনাথ।

কিন্তু ডিআইজি আসার পূর্বেই বিষয়টি শান্ত হয়ে যায়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য গোটা এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনর, টিএসআর, সিআরপিএফ ও বিএসএফ মোতায়েন রয়েছে।কিন্তু ডিআইজি আসার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলে ভর্তি নিয়ে তুলকালাম কাঞ্চনপুর ও করবুকে, পথ অবরোধ, তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ছাত্র ভর্তি নিয়ে তুলকালাম কাঞ্চনপুরে। একলব্য স্কুলে ছাত্র ভর্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন অভিভাবকরা। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে কেলেঙ্কারি হয়েছে তা স্পষ্ট জানা গিয়েছে। এদিকে, একই বিষয়কে কেন্দ্র করে করবুকেও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন অভিভাবকরা। ওই ঘটনায় অভিভাবকদের সর্মথন জানিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কাঞ্চনপুর রতনমনি মেমোরিয়াল আশ্রম স্কুল তথা উপজাতি কল্যা কল্যাণ দপ্তরের রেসিডেন্টাল স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য পরিক্ষায় বসা বহু ছাত্র ছাত্রী পরিক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়েছে। ফলে ছাত্র ছাত্রীরা আর অন্য কোন একলব্য স্কুলে ভর্তির পরিক্ষা না দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন ফেল করা পড়ুয়ারা।

অভিভাবকের বক্তব্য, পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সমস্ত অকৃতকার্য্য ছাত্র ছাত্রীদের একলব্য স্কুলে ভর্তি নিতে হবে। অভিভাবকদের সেই দাবী যদি প্রশাসন না মানে তাহলে তারা আন্দোলন থেকে পিছু হটবে না।কাঞ্চনপুর রতনমনি মেমোরিয়াল আশ্রম স্কুলে শিক্ষকদের আটকে রেখে বিদ্যালয়ের মূল গেইটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা।

একই দিনে স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে কেলেঙ্কারির অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠে করবুক। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, একলব্য স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। যারা আগে থেকে একলব্য স্কুলে পড়ছে তাদের ৫৮ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন পাস করেছে। অথচ বাইরের স্কুল থেকে আসা বহু ছাত্রছাত্রী পাস করে নিয়েছে। তা জানতে পেরে অনুত্তীর্ণ পড়ুয়াদের অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা করবুক থেকে নতুনবাজার যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করেছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা। তিনি অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আমি জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাকে এই বিষয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুইসু উৎসবের উদ্বোধন

জনজাতিদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। জনজাতি অংশের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলছে রাজ্যের বর্তমান সরকার। জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে আগামীদিনে যা যা করার প্রয়োজন সেটা করবে রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি জনজাতিদের রীতিনীতি, কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শনিবার সন্ধ্যায় গোমতী জেলার করবুকের বাশি চন্দ্র পাড়া ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ স্কুলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক বুইসু উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

ত্রিপুরা চুবুলাই বুথু সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ বুইসু উৎসব উপলক্ষে প্রথমবার আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। এতে আপনাদের সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমি জনজাতিদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহনের চেষ্টা করি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময় বলছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাসের কথা। আর এই দিশায় কাজ করছে রাজ্য সরকারও। ত্রিপুরী জনজাতিদের অন্যতম প্রধান উৎসব বুইসু। বিগত ২৩ বছর ধরে এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। আমি প্রথমবার রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের পর দ্বিতীয় দিনে রাজ্যের ডার্লং সম্প্রদায় সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে হয়েছে। আর এই বক্তব্যের পর অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বুইসু, বিজু ও নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বলেন, জনজাতিদের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী উৎসব রয়েছে যেমন - গড়িয়া, বুইসু, বিজু, হজাগিরি, ওয়াংগল সহ ইত্যাদি। এবারের বাজেটে করবুকে একটা কলেজ স্থাপনের জন্য আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছে। এতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য অনেক সুবিধা হবে ছাত্রছাত্রীদের। আমরা বিগত ৩৫ বছরের রাজত্ব দেখেছি রাজ্যে। দেখেছি কংগ্রেসের শাসনও। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই জনজাতিদের উন্নয়ন জোরদার হয়েছে। ত্রিপুরার জনজাতি গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাইজেরিয়ান নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ এপ্রিল।। দীর্ঘদিন পর আবারও বিলোনিয়া রেল স্টেশনে একজন নাইজেরিয়ান নাগরিককে সন্দেহজনক অবস্থায় আটক করল বিএসএফ। ধৃত ব্যক্তির নাম ফ্রান্সিস ওডোকো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজে অধ্যাপক পেটানো নিয়ে জিতেন্দ্র

রাজ্যে আইনের শাসন বলতে কিছুই নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় আইনের শাসন বলতে কিছু নেই। বিজেপি সরকারের শাসনে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে।লংতড়াইভ্যালি কলেজে পুলিশের সামনে কলেজে ঢুকে অধ্যাপককে পেটানোর ঘটনায় এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন পলিটব্যুরোর সদ্যস তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

প্রসঙ্গত, লংতড়াইভ্যালি কলেজে বার জন ছাত্রছাত্রী সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে না পারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজে ঢুকে অধ্যাপককে নিগৃহ করার ঘটনা জনসম্মুখেএসেছে। ওই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রী চৌধুরী বলেন, এ ধরনের ঘটনার নিন্দা ও ধিক্কার জানানোর কোন ভাষা নেই। যারা এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করেছে তাদের পেছনে শাসকদলের আশীর্বাদ রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সে কারণেই অধ্যাপক নিগৃহীত হওয়ার ঘটনার পরও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

তাঁর অভিযোগ, এতদিন হাসপাতালের চিকিৎসক নিগৃহীত পূর্ত দফতরে ইঞ্জিনিয়ার চিপ ইঞ্জিনিয়ার আক্রান্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৈদ্যনাথের মূর্তি ভেঙ্গে রামের মূর্তি বসানোর ঘটনায়

রামকে কলুষিত করছে বিজেপি ও আরএসএস বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। রামের নামে রামকে কলুষিত করছে বিজেপি এবং আরএসএস। আসলে এটা বিজেপির নোংরা রাজনীতি। বৈদ্যনাথ মজুমদারের মর্মর মূর্তিটি ভেঙ্গে শ্রী রামের মূর্তি বসানোর ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

প্রসঙ্গত, কৈলাসহরে ভেঙে ফেলা প্রাক্তন রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারের মূর্তির ওপর বসানো হয়েছে ভগবান শ্রী রামের মূর্তি। যার তীব্র নিন্দা জানালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। রামের নামে রামকে কলুষিত করছে বিজেপি এবং আরএসএস।

এদিন তিনি আরও বলেন, গোটা দেশে বিজেপি নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে।তিনি আশাবাদী প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি, তিনি মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নিকট দলীয় কার্য্যকতাদের অনৈতিক কাজ অবিলম্বে বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন।

জলাতঙ্কে প্রাণ গেল শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক হয়ে প্রাণ গেল চার বছরের এক শিশুর। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে, এলাকাবাসীর।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, প্রায় একমাস আগে ধুমাছড়া ভূদ কিশোর পাড়ার মানিক ত্রিপুরার নামের চার বছরের এক শিশুকে কুকুরে কামড় দেয় এবং গুরুতরূপভাবে আহত হয় ঐ শিশু। কিন্তু কুসংস্কারে আচ্ছন্ন শিশুর অভিভাবকরা তাকে কোন হাসপাতাল বা কোন চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হয়ে ওঝা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে সুস্থ করার অপচেষ্টা করে। সবশেষে একমাস ধরে ওঝার ঝাড়ফুঁক এবং হাঁস মোরগ কবুতর বলি দিয়েও শেষ রক্ষা হলো না। অবশেষে মনুঘাট হাসপাতালে শিশুটিকে শুক্রবার নিয়ে আসলে মনু ঘাট হাসপাতাল থেকে শিশুরটির অবস্থার অবনতি দেখে সঙ্গে সঙ্গে ধলাই জেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধান ক্ষেত থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। সাত সকালে ধান ক্ষেতে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় উদয়পুর মহকুমায় হোলাক্ষেত গ্রামের মালি পাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের সদস্যের দাবি, তাঁকে খুন করা হয়েছে। এদিকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সাত সকালে উদয়পুর মহকুমা হোলাক্ষেত স্কুল পাড়ার একটি জমিতে এক মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে এলাকাবাসীরা দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে গোমতী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌভিক দে, রাধা কিশোর পুর থানার ওসি বাবুল দাশ সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে, ঘটনাস্থলে ডগ স্কোয়াড, ফরেনসিক টিম ছুটে গিয়েছে। গোমতী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, আজ ভোরবেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আত্মঘাতী হলেন টিএসআর জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। দ্বিতীয় বিয়ের পরেও দাম্পত্য জীবনে সুখ খুঁজে পাননি ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়নে কর্মরত টিএসআর জওয়ান বাবুল দেবনাথ। শেষ পর্যন্ত পারিবারিক অশান্তি ও মানসিক অবসাদের জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তিনি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬ কোটির ইয়াবা সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে আসাম রাইফেলস এবং ডিআরআই। গতকাল তেলিয়ামুড়ায় একটি গাড়ি আটক করপ অভিযান চালিয়ে ৬০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৬ কোটি টাকা হবে। সাথে দুই ব্যাক্তিকে আটক করা হয়েছে। আজ আসাম রাইফেলস তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। থানায় খবর আসে গতকাল তেলিয়ামুড়ায় এস০১এভি১০৭৯ নম্বরের গাড়ি করে নেশা সামগ্রী পাচার করা হব সেই খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় উৎ পেতে বসে থাকে পুলিশ। জব্দকৃত মাদকদ্রব্যের আনুমানিক আন্তর্জাতিক বাজারে আনুমানিক মূল্য ৬ কোটি টাকা।

আরও জানিয়েছে, অভিযানে আসামের হাইলাকান্দির বাসিন্দা দিলবর হুসেন নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চৈত্রের হাট ঃ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরম্পরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / গন্ডাছড়া, ১২ এপ্রিল।। জমজমাট চৈত্রের হাট। শহরের অলি গুলি এখন রিডেকশন সেল। কান পাতলি শোনা যায় রিজেকশান সেল এর ধামাকা। সেল সেল বলে চিৎকার। মানুষের উৎসাহের কাছেও হার মানাচ্ছে গ্রীষ্মের দাবদাহ। এই রীতি পরম্পরা। কি নেই এই রিলেশন সেলে। টুথ ব্রাশ থেকে শুরু করে চিরুনি আয়না শাড়ি কাপড় জুতো ন্যাপতালীন সেফটি ফি ফিনাইল আসবাবপত্র এমন কি গরমের হাতপাখা পার্টি গামছা সবই ডিরেকশন। সব পেশার মানুষ এই চৈত্রের হাটের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। বছরের একটা দিন নিজেদের মতন করে সঞ্চয়ের টাকা খরচ করেন এই চৈত্রের হাটে। দুপুর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মানুষের কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকে শহর। সেখানে স্বস্থ নেই, নেই কোন ট্যাক্স। কেনাকাটার পর রশিদ দিতে হয় না। প্যাকেটের কোন বালাই নেই। এই আট মাত্র চোদ্দ দিনের। তাতে গ্রীষ্মের রো ধ মানুষের উচ্ছ্বাসের কোন বাধা হয়না। কিছুটা কেনাকাটার পর একটু ঠান্ডা পানীয় খেয়ে আবার শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বে পথ চলা। মানুষের এই উচ্ছ্বাস শুধু রাজধানী শহরেই নয় অলিতে গলিতেও পাড়ার দোকানে ডিটেকশন সেলের জমজমাট আসর। তবু চিলড্রেন্স পার্ক শকুন্তলা ওরিয়েন্ট চৌমুনী ,সূর্য্য চৌমুহনি ,বটতলা, এই সমস্ত জায়গাগুলি চৈত্রের হাটের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। একবারের জন্য এই জায়গা গুলিতে না গেলে মানুষের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।।: বটতলা এলাকায় জওহর ব্রিজের নিচ থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। কারণ,মৃতের আশপাশ থেকে নেশা সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত মৃতের পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে প্রত্যক্ষদর্শীরা বটতলা এলাকায় জওহর ব্রিজের নিচে এক যুবকের মৃতদেহ দেখতে পায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। কিন্তু মৃতদেহের পাশ থেকে একটি ভোটার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
৩০ চৈত্র, রবিবার ,১৪৩০ বঙ্গাব্দ

চমকপ্রদ আবিষ্কার বদলে দিতে পারে বিশ্ব ইতিহাসকে

আমাদের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে যেটুকু জানা আছে সেই জ্ঞানকে প্রশ্নের মুখে ফেলিতে পারে তাইওয়ানের কাছে একটি ডুবে থাকা "পিরামিড"। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী অনুসারে, তাইওয়ানের কাছে একটি ডুবে থাকা "পিরামিড" আমাদের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে গবেষকদের ধারণাকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলিয়া দিয়াছে। ইয়োনাগুনি স্মৃতিস্তম্ভ নামে পরিচিত, ঐতিহাসিক রহস্যময় এই কাঠামোটি জাপানের কাছে অবস্থিত। এটি ১৯৮৬ সালে জাপানের রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের কাছে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জাপানের কাছে অবস্থিত রহস্যময় এই দ্বীপটিতে অদ্ভুত কিছু জিনিস রহিয়াছে। যেমন, ধারালো কোণযুক্ত ধাপ এবং একটি স্বতন্ত্র পিরামিডের মতো আকৃতি। সমুদ্রের ৮২ ফুট গভীরে অবস্থিত, স্মৃতিস্তম্ভটি প্রায় ৯০ ফুট উঁচু। উপরন্তু, স্মৃতিস্তম্ভটি সম্পূর্ণরূপে পাথর দিয়া তৈরি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিস্তম্ভের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বিতর্কের জন্ম দিয়াছে। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা স্থাপত্যটি মানুষের তৈরিও হইতে পারে।ইয়োনাগুনি স্মৃতিস্তম্ভ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়াছে। এই আবিষ্কার আমাদের ইতিহাসের বাইরে হারাইয়া যাওয়া সভ্যতার কি? এটি মানবসংস্কৃতির অস্তিত্বের দিকেও ইঙ্গিত দিয়াছে যাহা লিপিবদ্ধ ইতিহাসের অনেক আগে থেকেই বিকশিত হইয়াছিল। "জাপানের অ্যাটলান্টিস" নামেও পরিচিত এটি। জাপানের রহস্যময় স্মৃতিস্তম্ভটি প্রাচীন উন্নত সমাজ সম্পর্কে মিথ এবং তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হইয়াছে যাহা কোনও সূত্র না রাখিয়াই অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে।অ্যাটলান্টিসের মতোই ইয়োনাগুনি এমন একটি সভ্যতার ইঙ্গিত দেয় যাহা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুছিয়া গিয়াছে। সম্ভবত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে। লেখক গ্রাহাম হ্যানকক, যিনি হারাইয়া যাওয়া সভ্যতাগুলির উপর তাহার গবেষণার জন্য পরিচিত, পরামর্শ দিয়াছেন যে এই স্মৃতিস্তম্ভটি মানবজাতিকে এত বিশাল কাঠামো নির্মাণে সক্ষম বলিয়া মনে করিবার অনেক আগেই একটি উন্নত সমাজ দ্বারা নির্মিত হইতে পারে। এই দাবি যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে এটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সময়রেখাকে চ্যালেঞ্জ করিতে পারে এবং প্রাচীন মানব ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে নতুন আকার দিতে পারে।

বিজাপুরে এনকাউন্টারে নিহত ৩ মাওবাদী, তল্লাশি অভিযান অব্যাহত

রায়পুর, ১২ এপ্রিল (হি.স.): নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে আবারও সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ে। শনিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় সিআরপিএফ, ছত্তিশগড় পুলিশ ও জেলা রিজার্ভ গার্ড-এর যৌথ অভিযানে নিহত হয়েছে ৩ মাওবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩টি দেশি পিস্তল।

সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার কোলনার এলাকায় সুরক্ষা বাহিনী ও নকশালদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। এই এনকাউন্টারে ৩ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। সিআরপিএফ-এর ২০২ ও ২১০ কোবরা ব্যাটেলিয়ন, ছত্তিশগড় পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও ডিআরজি জওয়ানরা এই অভিযান চালান। এখনও পর্যন্ত ৩ মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৪, আহত আরও ৫ জন

ঝাবুয়া, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া জেলার রায়পুরিয়া থানা এলাকার বলাসা ঘাটে শুক্রবার গভীর রাতে একটি গাড়ি উল্টে গিয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫ জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দ্রুতগতিতে চলা গাড়িটি রায়পুরিয়ার দিকে যাচ্ছিল। চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোয় বলাসা ঘাটে গাড়িটি উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু হয়, অপর একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গুণ্ডামিকে বরদাস্ত নয়, সতর্কতা ডিজি-র

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): মানুষকে সতর্ক করলেন রাজ্য পুলিশের প্রধান রাজীব কুমার। প্রয়োজনে পুলিশ কঠোরতম পদক্ষেপ নেবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। মুর্শিদাবাদে গত কয়েক দিনের অশান্তি নিয়ে বার্তা দিতে গিয়ে শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চান তিনি। বলেন, "হিংসা, গুন্ডামি বরদাস্ত করবে না পুলিশ। প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ করতেও পিছপা হবে না"।

রাজীববাবু বলেন, "মানুষের জীবন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। তাই যেখানে যতটুকু প্রয়োজন পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু পুলিশের সংযমকে দুর্বলতা হিসাবে দেখবেন না।" তিনি জানিয়েছেন, শুক্রবার সুতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ চার রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। দু'জন জখম হন তাতে। তবে দু'জনেই বিপন্মুক্ত। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।"

সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চেয়ে ডিজি বলেন, "কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। পুলিশকে সহযোগিতা করুন। গুজব ছড়িয়ে পরিস্থিতি খারাপ করবেন না।" সেই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, "চরম পর্যায়ে গেলে আমরাও (পুলিশ) কঠোর এবং কঠিনতম পদক্ষেপ করব। গুন্ডামি বরদাস্ত করব না।"

তাঁর সংযোজন, "মানুষের জীবন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। প্রাণ দেওয়ার প্রয়োজন হলে পুলিশ প্রাণ দেবে। কারণ, সেটা আমাদের কর্তব্য। আর যাঁরা বদমায়েশি করছেন, তাঁরা সাবধান হোন। আগুন এবং মানুষের আবেগ নিয়ে খেলবেন না।"

"দয়া করে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন", আর্জি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): "সব ধর্মের সকল মানুষের কাছে আমার একান্ত আবেদন, আপনারা দয়া করে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন। ধর্মের নামে কোনো অ-ধার্মিক আচরণ করবেন না।" শনিবার মুখ্যমন্ত্রী পোস্ট করে সকলকে সংযত থাকার বার্তা দিলেন।

'সবার কাছে আবেদন' শিরোনামে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "প্রত্যেক মানুষের প্রাণই মূল্যবান, রাজনীতির স্বার্থে দাঙ্গা লাগাবেন না। দাঙ্গা যাঁরা করছেন, তাঁরা সমাজের ক্ষতি করছেন।

মনে রাখবেন, যে আইনের বিরুদ্ধে অনেকে উত্তেজিত, সেই আইনটি কিন্তু আমরা করিনি। আইনটি কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। তাই উত্তর যা চাওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাইতে হবে।"

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "আমরা এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বলেছি - আমরা এই আইনকে সমর্থন করিনা। এই আইন আমাদের রাজ্যে লাগুও হবে না। তাহলে দাঙ্গা কিসের? আরো মনে রাখবেন, দাঙ্গায় যারা উস্কানি দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা আমরা নেবো। কোনো হিংসাত্মক কার্যকলাপকে আমরা প্রশ্রয় দিই না।"

নির্দিষ্ট কোনও দলের নামোল্লেখ না করে তিনি লিখেছেন, "কিছু রাজনৈতিক দল ধর্মকে অপব্যবহার করে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছেন। তাদের প্ররোচনায় পা দেবেন না।

টাইম ট্রাভেল কি বাস্তবে সম্ভব?

মাইকেল মার্শাল

কোনোভাবে কি অতীতে ফিরে যাওয়া যায়? অথবা ঘুরে দেখে আসা সম্ভব ভবিষ্যতের কোনো একটা সময়ে কী ঘটবে? বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী বা সিনেমায় এমন দৃশ্য মূর্ত হয়ে ওঠে প্রায়শ। কিন্তু বিষয়টি বহু বছর ধরে পদার্থবিজ্ঞানীদের চিন্তার জগতকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আসলেই কি অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ ঘুরে আসা সম্ভব? টাইম ট্রাভেল নিয়ে এখন পর্যন্ত যত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচিত হয়েছে, "ডক্টর হু" সেগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহেই সবচেয়ে বিখ্যাত কাহিনীগুলোর একটি। "দ্য টাইম মেশিন" ও "ব্যাক টু দ্য ফিউচার" নামের কল্পকাহিনীতেও টাইম ট্রাভেলের মূল আকর্ষণগুলোর পাশাপাশি বিরোধগুলো তুলে ধরার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। টাইম ট্রাভেলকে মূল বিষয়বস্তু রেখে নির্মিত টিভি সিরিজ 'ডক্টর হু'তে টার্ডিস নামের বিশেষ এক ধরনের যান দেখা যায়, যেটি ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি মুহূর্তেই যেকোনো স্থানে চলে যেতে পারেন। বিশেষ এই যানে চড়েই গল্পের প্রধান চরিত্র তথা ডক্টর টাইম ট্রাভেল করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে বিজ্ঞানীরা কি কখনও এমন একটি যন্ত্র তৈরি করতে পারবেন, যেটিতে চড়ে আমরা মুহূর্তেই অতীতে ফিরে গিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের কিংবা ভবিষ্যতে গিয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে দেখে আসতে পারবো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের জানতে হবে যে, সময় আসলে কীভাবে কাজ করে। এখন পর্যন্ত যে কথাটি আমরা বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, সেটি হলো: ভবিষ্যৎ ঘুরে আসা হয়তো সম্ভব, কিন্তু অতীতে ফিরে যাওয়া ভীষণ কঠিন কিংবা একেবারেই অসম্ভব।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ঃ- আলবার্ট আইনস্টাইনের "আপেক্ষিকতা তত্ত্ব" দিয়েই তাহলে আলোচনাটা শুরু করা যাক। এই তত্ত্বে স্থান, কাল, ভর এবং মধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। আইনস্টাইনের এই তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য হলো— সময়ের প্রবাহ ধ্রুব বা অপরিবর্তনীয় কিছু নয়, বরং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সময়ের গতি বাড়তে বা কমতে পারে। 'এখানেই টাইম ট্রাভেলের বিষয়টি আসতে পারে যেটি বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক এবং এর মধ্যে বাস্তববিশ্বের প্রতিফলন রয়েছে,' বলছিলেন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ইয়র্কের জ্যোর্তিপদার্থবিজ্ঞানী ড. এমা ওসবোর্ন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আপনি যদি দ্রুত গতিতে ভ্রমণ করেন, তাহলে সময় আরও ধীরে যায়। অর্থাৎ সময়ের গতি কমে আসে। তবে এর প্রভাব দৃশ্যমান হওয়ার জন্য আপনাকে ছুটতে হবে আলোর গতিতে।

এটি টুইন বা যমজ প্যারাডক্সের জন্ম দেয়, যেখানে যমজ দুই ভাইয়ের একজন নভোচারী হয়ে আলোর গতিতে মহাকাশে ভ্রমণ করেন এবং অন্যজন একই সময়ে পৃথিবীতে অবস্থান করেন। এক্ষেত্রে পৃথিবীতে থাকা ভাইয়ের চেয়ে ধীরগতিতে বয়স বাড়বে নভোচারী ভাইটির।

যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানী ভ্লাটকো ভেড্রাল বলেন, 'যদি আপনি মহাকাশে ভ্রমণ করেন এবং ফিরে আসেন, তাহলে আপনি প্রকৃতপক্ষেই আপনার যমজ ভাইয়ের চেয়ে ছোট।' একইভাবে, আপনি যদি ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বরের মতো তীব্র মহাকর্ষীয় কোনো জায়গায় থাকেন, তাহলেও দেখা যাবে সময় ধীরগতিতে যাচ্ছে। 'সেখানে পায়ের তুলনায় আপনার মাথা দ্রুত বুড়িয়ে যাবে, কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আপনার পায়ের কাছে বেশি শক্তিশালী,' বলেন জ্যোর্তিপদার্থবিজ্ঞানী ওসবোর্ন।

আর এটিই ডক্টর হু টিভি সিরিজের ১০ নম্বর সিজনের শেষ পর্ব "ওয়ার্ল্ড এনাফ অ্যান্ড টাইমে" দেখানো হয়েছে। পর্বটিতে ডক্টর ও তার বন্ধুরা কৃষ্ণ গহ্বরের কাছে একটি মহাকাশযানে আটকা পড়েন। মহাকাশযানটির সামনের দিকটি কৃষ্ণ গহ্বরের বেশ কাছাকাছি ছিলো। ফলে পেছনের অংশের তুলনায় এর সামনের অংশে সময় ধীরগতিতে পার হতে দেখা যায়।

পৃথিবীতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসব আপেক্ষিক প্রভাব এতেটাই কম যে সচরাচর সেগুলো আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের (জিপিএস) জন্য আমরা যে স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করি, সেগুলোকে এটি প্রভাবিত করে থাকে।

'আকাশের ঘড়িগুলো পৃথিবীতে স্থাপিত ঘড়িগুলোর চেয়ে দ্রুত বেগে চলে এবং বিরামহীনভাবে সেগুলোর পুনর্বিন্যাস করতে হয়,' বলছিলেন ওসবোর্ন। তিনি আরও বলেন, 'যদি আমরা এটি (পুনর্বিন্যাস) না করি, তাহলে গুগলম্যাপ প্রতিদিন প্রায় ১০ কিলোমিটার (ছয় মাইল) পর্যন্তও ভুল নির্দেশনা দিতে পারে।' কাজেই আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে ভবিষ্যতে যাওয়া সম্ভব এবং এর জন্য আমাদের কোনো টাইম মেশিনের প্রয়োজন নেই। আমাদের হয় আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে ভ্রমণ করতে হবে, অথবা তীব্র মহাকর্ষীয় কোনো জায়গায় সময় কাটাতে হবে।

অতীতে ফিরে যাওয়া কঠিন ঃ- তবে অতীতে ফিরে যাওয়া অনেক কঠিন। 'এটি সম্ভবও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে,' বলছিলেন কানাডার সেন্ট ক্যাথারিনসের ব্রক ইউনিভার্সিটির তাত্ত্বিক পদার্থবিদ বারাক সোশানি। তিনি আরও বলেন, 'এ বিষয়ে এখন পর্যপ্ত আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, সেটি পর্যাপ্ত নয়। সম্ভবত এ সংক্রান্ত তত্ত্বের সংখ্যাও অপর্যাপ্ত।' তবে অতীত ঘুরে দেখার কিছু বিকল্প পথ আপেক্ষিকতা তত্ত্বেই পাওয়া যায়, যদিও সেগুলো এখনও তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কানাডার ওয়াটারলুতে পেরিমিটার ইনস্টিটিউট ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের তাত্ত্বিক মহাবিশ্বতত্ত্ববিদ কেটি ম্যাক বলছিলেন, 'অতীতে ফিরে যাওয়ার জন্য মানুষ মূলত স্থান ও সময়ের পুনর্বিন্যাসকে একটা সূত্রে বেঁধে ফেলে।' এটি "আবদ্ধ সময়ের" মতো একটি চক্র তৈরি করে যেখানে মানুষ সময় ও স্থানের দূরত্ব অতিক্রম করে এসে আবারও আগের জায়গায় ফেরত আসে। মার্কিন যুক্তিবিদ কুর্ট গ্যোডেল ১৯৪৯ সালের একটি গবেষণায় এ ধরনের একটি গাণিতিক বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন, যেটি পরবর্তীতে অনেকেই অনুসরণ করেছেন। তবে বিভিন্ন কারণে সেটি খুব একটা কার্যকর পদ্ধতি বলে বিবেচিত হয়নি। 'মহাবিশ্বের কোথাও (অতীতে ফিরে যাওয়ার মতো) এমন কোনো পদ্ধতি আদৌ আছে কি-না, আমরা সেটা জানি না। এটি কেবলই একটি তাত্ত্বিক ধারণা। এখন পর্যন্ত এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি,' বলছিলেন কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানী মি. ভেড্রাল। ডক্টর হু সিরিজের ক্লাসিক পর্ব "হেভেন সেন্টে" একটি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে লাখ লাখ বছর ধরে ডক্টরের জীবনে একই ঘটনা ঘটতে থাকে। তবে সেখানে "আবদ্ধ সময়ের" মতো কোনো বক্ররেখা দেখানো হয়নি, বরং একটি টেলিপোর্টারের বারংবার ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৯১ সালের একটি গবেষণায় পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড গট একটি বিশেষ পরিস্থিতির গাণিতিক বিবরণ তৈরি করেন, যেখানে দু'টি "মহাজাগতিক স্ট্রিং" বিপরীত দিক থেকে একে অপরকে অতিক্রম করে। তবে বিষয়টি এখন পর্যন্ত কেবলই অনুমাননির্ভর। কিছু তত্ত্বমতে, মহাবিশ্ব গঠনের শুরুর দিকে এ ধরনের স্ট্রিং তৈরি হয়ে থাকতে পারে। তবে সেগুলোর একটিকেও এখন পর্যন্ত শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাত্ত্বিক কেটি ম্যাক বলেন, 'মহাজাগতিক স্ট্রিং আছে বলে আমাদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।' এমনকি তাদের অস্তিত্ব থাকলেও সমান্তরালে অবস্থান করা দু'টি মহাজাগতিক স্ট্রিং খুঁজে পাওয়া একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ওয়ার্মহোল ঃ-আরেকটি ঘটনা আছে যেটি আপাতদৃষ্টিতে আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সাথে যায়। সেটি হচ্ছে--- ওয়ার্মহোলস বা সুড়ঙ্গ পথ। তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়ে থাকে যে, স্থান ও সময়কে কাগজের টুকরার মতো এমনভাবে ভাঁজ করা সম্ভব যেখানে দুরবর্তী দু'টি বিন্দুর মধ্যে সহজে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করা যায়। 'সাধারণ আপেক্ষিকতায় ওয়ার্মহোলগুলো তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব,' বলছিলেন মি. ভেড্রাল।

কিন্তু এক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা রয়েছে। কারণ, মহাবিশ্বে ওয়ার্মহোলের অস্তিত্ব আছে এমন কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। 'গাণিতিকভাবে এটি দেখানো হয়েছে যে ওয়ার্মহোলের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকতে পারে। কিন্তু আসলেই সেগুলোর অস্তিত্ব থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যাপার,' বলছিলেন জ্যোর্তিপদার্থবিজ্ঞানী ড. এমা ওসবোর্ন। আর মহাবিশ্বে যদি ওয়ার্মহোলগুলোর অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তাহলে সেগুলো খুবই অল্প সময়ের জন্য টিকে থাকবে। 'ওয়ার্মহোলগুলোকে প্রায়ই দু'টি কৃষ্ণ গহ্বর হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যেগুলোর একটি অন্যটির সাথে যুক্ত,' বলেন ড. ওসবোর্ন। এর অর্থ হলো ওয়ার্মহোলগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস্যরকম তীব্র মহাকর্ষীয় জায়গা থাকতে পারে। 'এক্ষেত্রে নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ বলেই সেটি ধ্বসে পড়তে পারে,' বলেন জ্যোর্তিপদার্থবিজ্ঞানী ওসবোর্ন।

এছাড়া ওয়ার্মহোলগুলো আকারে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখার মতো ছোট হওয়ার কথা। ফলে মানুষ তো দূরের কথা, একটি ব্যাকটেরিয়াও এর মধ্যে ঠিকঠাকভাবে বসানো যাবে না। তবে তাত্ত্বিকভাবে ওপরের সমস্যা দু'টিরই সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু সেটার জন্য বিপুলমাত্রায় নেগেটিভ এনার্জি বা ঋণাত্মক শক্তি প্রয়োজন। এটি এমন শক্তি যা পরমাণুর চেয়ে ছোট জায়গার মধ্যেও কাজ করতে পারে। জ্যোর্তিপদার্থবিজ্ঞানী ওসবোর্ন বলেন, 'একটি শক্তিক্ষেত্রে সার্বিকভাবে অবশ্যই ধনাত্মক শক্তি থাকতে হয়। তবে এর মধ্যে অল্পমাত্রায় হলেও ঋণাত্মক শক্তি থাকতে পারে।' 'অল্পমাত্রার এই ঋণাত্মক শক্তিকে হয়তো আপনি বাড়াতে চাইতে পারেন, কিন্তু কোনোভাবেই সেটি সম্ভব বলে আমি মনে করি না,' বলেন তিনি। এই মতকে সমর্থন করে মি. ভেড্রালও বলছেন, 'এটি খুব একটা বাস্তবসম্মত প্রস্তাব নয়।'

কোয়ান্টাম মেকানিক্স ঃ- আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে তো অনেক কথা হলো। এবার জানা যাক, মহাবিশ্বসংক্রান্ত আরেক বিখ্যাত তত্ত্ব "কোয়ান্টাম মেকানিক্স" টাইম ট্রাভেল নিয়ে কী বলছে? আপেক্ষিকতা তত্ত্ব যেখানে মানুষ এবং মহাবিশ্বের মতো বড় বড় জিনিসের আচরণ বিশ্লেষণ করে, সেখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কাজ করে পরমাণুর চেয়েও ছোট কণা, যেমন— ইলেকট্রন ও ফোটন নিয়ে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো "নন-লোকালিটি"। কোনো একটি জায়গায় একটি কণার অবস্থানের পরিবর্তন তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য আরেকটি কণাকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই ব্যাপারটিকে আইনস্টাইন দূরের ভূতুড়ে ক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 'নন লোকালিটির সম্ভাবনা নিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানীদের অনেকেই বেশ অসন্তুষ্ট। কারণ তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রভাব দেখতে হলে তথ্যকে আলোর গতির চেয়ে দ্রুত গতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দিতে হবে, যা অসম্ভব বলে মনে করা হয়।' আর এ কারণেই পদার্থবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে "নন-লোকালিটি" বাদ দিয়ে বিকল্প কিছু পন্থার প্রস্তাব করেছেন। তবে বড় সমস্যাটি হলো প্রস্তাবিত ওইসব নতুন পন্থায় সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

অ্যাডলাম বলছেন, 'নন-লোকালের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখার পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াটিকেই বরং আপনি ভবিষ্যতের দিকে পাঠাবেন। প্রতিক্রিয়াটি কিছু সময় সেখানে ঘুরে ফিরে অতীতের দিকে চলে যাবে।' অর্থ্যাৎ দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যতের ঘটনা অতীতের ওপর প্রভাব ফেলছে। অথচ আমাদের প্রচলিত জ্ঞান সেটি বলে না।

ঘটনাগুলোকে আমরা অতীত থেকে বর্তমান এবং সেখান থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত একটি সরল রেখায় চিন্তা করি। অথচ অদ্ভুত এই কোয়ান্টাম পরীক্ষা বলছে যে, ভবিষ্যৎ ঘুরে এসে একটি তথ্য অতীতে ফিরে যেতে পারে। তবে এই ব্যাখ্যার খুব একটা সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নেই। 'পদার্থবিজ্ঞানীদের অনেকেই একে নন- লোকালিটির মতোই অস্বস্তিকর বলে মনে করেন,' বলেন দার্শনিক অ্যাডলাম। এছাড়া নন- লোকালিটি পর্যবেক্ষণে যেখানে ক্ষুদ্র কণা নিয়ে কাজ করা হয়, সেখানে একজন মানুষ বা কাগজের টুকরোর মতো একটি জিনিস নিয়ে কাজ করাটা এর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে। 'অতীতে কোনো বার্তা পাঠানো অসম্ভব ব্যাপার,' বলেন অ্যাডলাম। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিস্কার করা যাক। ধরা যাক, অ্যাডাম ও বেথ দু'জন গবেষক।

এদের মধ্যে অ্যাডাম একটি পরীক্ষাগারে কিছু একটা পরীক্ষা করছে। এখানে তার পরীক্ষায় কী ফলাফল আসবে, সেটি নির্ভর করছে একই জিনিস পরবর্তীতে বেথ কীভাবে পরীক্ষা করছে, সেটির ওপর। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ থাকা বেথের পরীক্ষা অতীতে অ্যাডামের পরীক্ষার ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু এটি কেবল তখনই ঘটবে যখন অ্যাডাম অতীতে যা করেছে এবং দেখেছে, সেটার সবকিছু বেথ ধ্বংস করে ফেলতে পারে। "আপনি অতীতে একটি সংকেত পাঠাচ্ছেন এবং এর জন্য আপনাকে অতীতের সমস্ত কাজকর্মের প্রমাণ ধ্বংস করতে হচ্ছে। ফলে বাস্তবে দেখা যাবে, আপনি সেটি কোনো কাজেই লাগাতে পারবেন না," বলেন অ্যাডলাম। সেজন্য আমরা বলতে পারি যে, ভবিষ্যতে ভ্রমণ করা সম্ভব হলেও অতীতে ঘুরে আসা প্রায় অসম্ভব। তবে যে তত্ত্বগুলোর ওপর ভিত্তি করে আমরা এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, সেগুলোর প্রায় সবক'টিই অসম্পূর্ণ, যা অন্যতম বড় দুর্বলতা। এর মধ্যে আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স তত্ত্ব দু'টি ব্যবহার করে মহাবিশ্বের কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ভালোমত ব্যাখ্যা করা গেলেও সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। সবকিছু ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের আরও কার্যকর একটি তত্ত্ব প্রয়োজন, যেটি একইসাথে আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সকেও একীভূত করে।

যদিও গত কয়েক দশকের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সেই ধরনের কোনো তত্ত্ব দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। "কাজেই ওই রকম তত্ত্ব আবিষ্কার না পাওয়া পর্যন্ত (টাইম ট্রাভেল নিয়ে) আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না," বলেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ বারাক সোশানি। অবশ্য বিষয়টিকে আমরা অন্যভাবেও দেখতে পারি। যেমর- এই নিবন্ধটি পড়তে আপনার যতটুকু সময় লেগেছে, ততক্ষণে আপনি সাত মিনিট বা তারও বেশি সময় ভ্রমণ ভবিষ্যতের দিকে ভ্রমণ করে ফেলেছেন।

কিছু মরুভূমির আকর্ষণই আলাদা

কোহিনূর কর

যাঁরা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে আনন্দ উপভোগ করেন তাঁদের মধ্যে কেউ যদি শীতের মরশুমে আমেরিকার উত্তর বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এসে প্রচন্ড ঠান্ডা আর তুষারের কবলে পড়ে ঘরে বসে বসে বিরক্ত হতে থাকেন, তাঁদের জন্যে সুখবর। চলে আসুন আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমে মরুময় রাজ্য অ্যারিজোনায়। খুব বড় শহরের কেউ কেউ আপনাকে সাবধান করে দিতে পারে ওরে বাবা, ওদিকে তো পুরো মরুভূমি ধু-ধু করছে ফাঁকা মাঠা, নানাধরনের জন্তু আর সাপ-খোপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি অন্যের মুখে এরকমই অনেক গল্পো শুনে এখানে কাজের সূত্রে এসে আজ কুড়ি বছরের ওপর দিব্যি কাটিয়ে দিলাম। এত ভালো লেগেছে যে সুযোগ পেয়েও অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন মনে হয়নি এখনও। বললে বিশ্বাস করবেন না হয়তো, এত বছর থেকেও অ্যারিজোনার সবকিছু দেখে উঠতে পারিনি। প্রকৃতি আর স্থানীয় উপজাতিদের সংস্কৃতি অত্যন্ত মনোরম, কোনও কোনও সন্দেহ নেই। অ্যারিজোনার প্রতিবেশী রাজ্যগুলো হল ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাডা, উটাহ, কলোরাডো, নিউ মেক্সিকো আর দক্ষিণে পুরোটাই মেক্সিকোর সাথে আন্তজাতিক সীমানা। আরিজোনার সবচেয়ে বড় শহর ও রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রহল ফিনিক্স। রাজ্যের গভর্নরের অফিস-সহ ফেডারাল ও স্টেটের অনেক প্রশাসনিক দপ্তর রয়েছে ফিনিক্সের স্টেট ক্যাপিটলও তার চারপাশে। ফিনিক্সের স্কাই হারবার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট-এ যাওয়ার জন্যে বেশ কিছু শহর থেকে সরাসরি উড়ানের ব্যবস্থা আছে, মাঝে কোথাও থেমে যাওয়াও যায়। সরাসরি ফিনিক্স থেকে আমেরিকার মোট ১২০ টি বিভিন্ন শহরে এবং কানাডা, মেক্সিকো, ইংল্যান্ড ওফ্রান্সের ২৫ টি শহরে যাতায়াত করা যায়। দেশে যাওয়ার সরাসরি উড়ানের কথা মাঝেমধ্যে শোনা যায়, হয়তো হয়ে যাবে কোনওদিন। তবে এই মুহূর্তে দেশে যাওয়ার সময় হয় লন্ডন বা প্যারিস হয়ে, নয়তো আমেরিকারই অন্য কোনও এয়ারপোর্ট হয়ে যাওয়া যায়। ফিনিক্সে বেশ আন্তজাতিকমানের বিমান, ইলেকট্রিক গাড়ি, কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য কিন্তু কারিগরী সংস্থা ভালোই ব্যবসা করে চলেছে। এছাড়া কয়েকটা বড় বা মাঝারী হাসপাতাল রয়েছে। টেম্পী শহরে অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির মূল ক্যাম্পাস। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, দোকান, বাজার, মল, ইত্যাদি যা প্রয়োজন সবই আছে। ইন্ডিয়ান গ্রোসারী বা রেস্টুরেন্ট তো বেড়েই চলেছে। ফিনিক্সের উত্তরে ঘন্টা-দুই উড়-নীচু পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে ড্রাইভ করে গেলে ফ্ল্যাগস্টাফ শহর পড়ে। খুব সুন্দর ছোট্ট একটা শহর যেখানে আছে নর্দার্ন অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস। এখানেই আছে লাওয়েল পর্যবেক্ষণাগার যেখান থেকে গবেষণা করে প্লুটো আবিষ্কার করা হয়েছিল। সারা শীত এখানে বরফ থাকে। ফিনিক্স থেকে ফ্ল্যাগস্টাফের মধ্যে পড়ে সেই বিখ্যাত লাল পাহাড়ে ঘেরা সেডোনা যার উপত্যকায় খুবই শান্ত আর সুন্দর একটা সরু নদী বয়ে নিয়ে চলেছে ঝর্নার জল, নাম শুক ক্রীক । নৈঃস্বর্গিক বলাই চলে। ফটোগ্রাফি আর সিনেমা জগতের অনেকেই এখানে যাতায়াত করেন। এরকম ঘোরার জায়গা এখানে অবশ্য অনেক আছে আর তাদের মধ্যে বৈচিত্রও অনেক। ফিনিক্স থেকে দক্ষিণে ঘন্টা দেড়েক ড্রাইভ করলে এসে যায় টুসন যথেষ্ট ব্যস্ত শহর। এখানে আছে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনার ক্যাম্পাস। এছাড়াও বেশ কয়েকটা অপেক্ষাকৃত ছোট শহর ছড়িয়ে আছে চারিদিকে।

আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ফিনিক্সে আসার আগে আমি জানতামই না এখানে একটা সুন্দর শহর আছে (সহজেই যাকে মরূদ্যান বলা যায়), শহরের একটু বাইরে গেলেই গ্রাম, মরুভূমি, পাহাড়, লেক, খরস্রোতা নদী, গিরিখাত। কোথাও ক্যাকটাস আবার কোথাও পাইন বা দেবদারু গাছের আধিক্য। সমুদ্রতল থেকে ১ হাজার ফুট উচ্চতায় এই ফিনিক্স শহর থেকে ৮ হাজার ফুটেরও বেশী উচ্চতায় জায়গায় অনায়াসে চলে যাওয়া যায় দু'চারদিনের ছুটি কাটাতে। গ্রীষ্মে যেমন ফিনিক্সের মত সমতল অঞ্চলে খুব শুকনো গরম পড়ে, ৫ হাজার ফুটের ওপর যত শহর আছে সেখানে আবার আবহাওয়া খুবই আরামদায়ক। যেহেতু ফিনিক্সের ওপর দিয়ে সবাইকে যেতে হয়, তাই গ্রীষ্মকালটা বাদ দিয়ে আসলেই ভাল। এখানকার আদি বাসিন্দা বা উপজাতি - যাঁদের আমরা নেটিভ অ্যামেরিকান বা ইন্ডিয়ান ট্রাইব বলে থাকি, তাঁদের কথা একটু বলতেই হয়। অ্যারিজোনাতে মোট ২২টা ইন্ডিয়ান ট্রাইন আছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এরা সবাই সার্বভৌম, অথাৎ ওদের সবকিছু আমেরিকার সাধারণ সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কর্মসূত্রে বেশ কিছু ট্রাইবের সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ আমার হয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যায়গা নিয়ে যাদের রিজার্ভেশন তাঁদের নাম নাবাহো , ওঁদের ভাষায় বা নাবাহো-ল্যান্ড। উটাহ, নিউ মেক্সিকো আর অ্যারিজোনা মূলত এই তিন রাজ্যে এই নাবাহ্যে ছড়িয়ে আছে। ৭০ হাজার স্কোয়ার মাইল জুড়ে এই নাবাহো নেশন। লোকসংখ্যা আড়াই লাখের কিছু বেশী হবে। ইবদের মধ্যে নাবাহোরা অন্যদের অন্যদের তুলনায় অনেক এগিয়ে শিক্ষায়, উন্নয়নে কিম্বা মানসিকতায়। আমরা জানি পৃথিবীর সাতটা প্রাকৃতিক আশ্চর্য্যের মধ্যে একটা প্ল্যান্ড করনিয়ন। ফ্ল্যাগস্টাফ থেকে একটু উত্তরে উপজাতি অঞ্চলে বিশাল এই গিরিখাত। নিজের চোখে না দেখলে তার গভীরতা বা বিস্তার কতটা তা আন্দাজ করা অসম্ভব। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন যাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হল গাড়ি নিয়ে সোজা ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের (একটা ফেডারাল ডিপার্টমেন্ট) পার্কিং লটে চলে যাওয়া। সামান্য ফি দিতে হয়। সেখান থেকে মূল গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন পার্কে ওদের বাসে যাওয়া যায়, আবার কেউ কেউ হেঁটেও যায়। যখন বরফ কম থাকে পার্কের মধ্যে সোলা গাড়ি নিয়েও ঢোকা যায়। গাড়ি নিয়ে গেলে নিজের ইচ্ছেমত থেমে থেমে যাওয়া যায়, বাসে গেলে ড্রাইভ করার অক্কিটা থাকে না। বেশ কয়েকটা ভিউপয়েন্টে বাস দাঁড়ায়, সেখানে নেমে সব দেখে ছবিটবি তুলে আবার কয়েক মিনিট বাদে পরের বাসে চেপে বসলেই হয়। এভাবে পুরো পার্কটাই বাসে ঘোরা সম্ভব। শুধু গিরিখাতের অপূর্ব দৃশ্য কেন, মাঝেমাঝে চোখে পড়ে হরিণ বা অন্যান্য পাহাড়ী বন্যপ্রাণী।

সারাবছর এখানে পর্যটকদের ভীড়। তবে কোনদিন এখানে ঘুরতে আসলে, যেটা আগেও বলেছি, গ্রীষ্মকালটা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাহলে ফিনিক্সের মত ভ্যালি অঞ্চলেও অনেককিছু দেখে নিতে পারবেন। অনেকগুলো ভালো আর্ট মিউজিয়াম আছে, আছে ট্রাইবদের সংস্কৃতির সমাহার। শীতকালে আসলে কখন কোথায় বেশী মো পড়ে রাস্তা বিপদজনক হয়ে যায় বা একদম বন্ধ হয়ে যায়, সেগুলো জেনে ঘোরার প্ল্যানটা করবেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভিজিটার সেন্টার রয়েছে, সেখানে গিয়ে কিছু গাইড, ম্যাপ বা টিপস নিতে পারেন (তার জন্যে কোনও পয়সা দিতে হয়। না), প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত কাজ সারতে পারেন। কোনও কোনও ভিজিটার সেন্টারে জ্যাকস-কফি জাতীয় খাবারও বিক্রী হয়। তবে পেট ভরার মত। খাবার পেতে হলে ম্যাপে বা ফোনে দেখে নিলে আনেক সুবিধে।

আঅ্যারিজোনায় বেড়ানোর অনেক জায়গা যেমন আছে, অনেকেই ড্রাইভ করে ক্যালিফোর্নিয়ার লস। এঞ্জেলেস, হলিউড, স্যান দিয়েগো চলে যান। ফিনিক্স থেকে যেতে সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা মত লাগে। ফিনিক্স ছাড়ার আগে একটা জিনিস দেখে যাওয়ার অনুরোধ করব। আপনি সঙ্গীতানুরাগী হন বা নাই হন, এটা অবশ্যই আপনার লিস্টে রাখবেন। মিউজিক্যাল মিউজিয়াম। মোট ২০০-এর ওপর দেশ থেকে ৮ হাজারের ওপর বাদ্যযন্ত্র এখানে সংগ্রহ করা আছে যা ৬ হাজার বছরের সঙ্গীতের ইতিহাসকে তুলে ধরে। মোড়ে মোড়ে গাইড তো আছেনই, ওয়্যারলেস হেডসেট নিয়ে আপনি যে যন্ত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন সেই যন্ত্রে বাজানো কিছু বিখ্যাত সুর শুনতে পাবেন। এবার অনুমান করুন ভারতীয় সেতারের সামনে দাঁড়ালেই আপনি শুনতে পাবেন পন্ডিত রবিশঙ্করজীর অসাধারণ কিন্তু পরিচিত সুর। প্রথমবার ওখানে গিয়ে আমি সত্যিই অবিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় ভারত বিকাশ পরিষদের একদিবসীয় এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এনএফ রেলের জিএম চেতনকুমারের হাতে উদ্বোধিত গুয়াহাটির ৩০৬.৯ কেডব্লিউপি সোলার প্ল্যান্ট

গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি গ্রহণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) চেতনকুমার শ্রীবাস্তবের হাতে উদ্বোধন হয়েছে গুয়াহাটির উজানবাজারে অবস্থিত জল শোধনাগারে একটি ৩০৬.৯ কেডব্লিউপি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প।

আজ শনিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এ খবর দিয়ে জানান, গত বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এনএফ রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সমীর লোহানি এবং প্রিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ কুমার।

প্রেস বার্তায় কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজমেন্ট (ইএনএইচএম) তহবিলের অধীনে বিকশিত করা অত্যাধুনিক এই সৌর প্রকল্পটি প্রতিদিন গড়ে ৯২৮ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। যার ফলে আনুমানিক বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে এবং পরিচালনগত শক্তি খরচে উল্লেখনীয় হ্রাস হবে।

সোলার সিস্টেমে মনোক্রিস্টালাইন সোলার মডিউল রয়েছে, যেখানে ৫৫৮টি সৌর মডিউল প্লেট ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির ক্ষমতা ৫৫০ ডব্লিউপি ও এটি ৩১৫ কেভিএ-র সম্মিলিত ইনভার্টার ক্ষমতাযুক্ত ০৮টি লুমিনাস মেক-ইনভার্টার দ্বারা সমর্থনযুক্ত।

মোট ২.৪৮ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মিত এই প্রকল্পটি গত ৭ মার্চ (২০২৫) সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

উজানবাজার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে মহত্বপূর্ণ অপারেশনগুলিকে শক্তি প্রদানের জন্য ডিজাইনকৃত এই সিস্টেমে একটি বিস্তৃত বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা বার্জ এবং জেটি পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে বাধাহীন শক্তি বিতরণ এবং অপারেশনাল দক্ষতা নিশ্চিত করে।

মাত্র আট বছরের পেব্যাক সময়কাল এবং ২৫ বছরের একটি প্রত্যাশিত কর্মক্ষম আয়ুকালের সাথে উজানবাজারে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পটি শক্তি দক্ষতা, সবুজ প্রযুক্তি গ্রহণ এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করার প্রতি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উৎসর্গের ওপর গুরুত্ব দেয়। এই পদক্ষেপটি কেবল বহনক্ষম পরিকাঠামো বাস্তবায়নে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নেতৃত্বকে প্রতিফলিত করে না বরং ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কে অনুরূপ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলির জন্য একটি মানদণ্ডও স্থাপন করে।

প্রকল্পটি ভারতীয় রেলওয়ের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যার অধীনে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে তার মূল পরিকাঠামোয় স্থাপিত করা হবে এবং প্রচলিত শক্তির উৎসের ওপর নির্ভরতা কমে যাবে।

গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলিতে ক্লিন এনার্জি সামাধান মোতায়েন করে, ভারতীয় রেল অপারেশনাল দক্ষতাকে বৃদ্ধি করেছে, পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ কম করার জাতীয় উদ্দেশ্যকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছে, বলা হয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মার প্রেস বার্তায়।

ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় পথ অবরোধ, বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ১২ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় বাঁকুড়ায়।

শনিবার সকালে পুনিশোল নতুনগ্রাম রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ চলে বেশ কয়েক ঘন্টা। কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়ে অবরোধ শুরু করেন। অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এই বিল প্রত্যাহার করা না হলে আরও বৃহত্তম আন্দোলন হবে বলেও হুমকি দেয় বিক্ষোভকারীরা। পুনিশোল মসজিদের ইমাম বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদে কেন্দ্রীয় সরকার হাত লাগিয়েছে। ওয়াকফ সম্পত্তি দানের সম্পত্তি, মসজিদ, দরগা, মাদ্রাসা, কবরস্থান বানানোর জন্য এই সম্পত্তি। কেন্দ্রীয় সরকার বিল এনে আমাদের বঞ্চিত করতে চাইছে আমরা এটা মানি না। অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহারের জন্য রাষ্ট্রপতি, বিচারপতির কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

যানবাহনে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে পথে বিজেপি কর্মীরা

বাঁকুড়া, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে শনিবার বাঁকুড়া জেলা জুড়ে হিন্দু সনাতনী ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। শ্রী হনুমানের জন্মতিথি উপলক্ষে পুজো-অর্চনার পাশাপাশি, কলকাতার রাজপথে গৈরিক পতাকা খুলে নেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে, জেলার বিভিন্ন স্থানে যানবাহনে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে, বাঁকুড়া শহরের সতীঘাটে শ্রীহনুমান মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি কর্মীরা পথ চলতি গাড়িতে গেরুয়া পতাকা টাঙান। কর্মীদের দাবি, কলকাতায় এক বাসচালককে গেরুয়া পতাকা খুলে ফেলতে বাধ্য করার ঘটনার প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি।

এদিন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি সুজিত অগস্থী দলবল নিয়ে বড়জোড়ার দুর্লভপুর শিল্প করিডোর সংলগ্ন মালিয়াড়া বাইপাসে যান। সেখানে তিনি পথচলতি যানবাহনে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের গেরুয়া পতাকা বেঁধে দেন। তিনি বলেন, আমরা হিন্দু সনাতনী, শ্রীরামের অনুচর হনুমানের জন্মতিথি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করছি। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল একটি ছবিতে দেখা গেছে, ওয়াকফ নিয়ে যারা আন্দোলন করছেন, তারা এক বাসচালককে গেরুয়া পতাকা খুলতে বাধ্য করেছে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে আজকের কর্মসূচি। এই প্রসঙ্গে বড়জোড়ার তৃণমূল বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, হনুমান জয়ন্তী কি বিজেপির ব্যক্তিগত সম্পত্তি? ওরা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে অশান্তি পাকাতে চাইছে। কিন্তু মানুষ ওদের ফাঁদে পা দেবে না।

বাংলাদেশে ঘোষণাপত্র পাঠ ও মোনাজাতের মাধ্যমে 'মার্চ ফর গাজা' কর্মসূচি পালিত

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা কামনায় মোনাজাতে কাঁদলেন লাখো মানুষ

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী যে বর্বর গণহত্যা চালাচ্ছে এর প্রতিবাদে ডাকা 'মার্চ ফর গাজা' কর্মসূচি গণজমায়েতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

শনিবার রাজধানী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখ লাখ জনতার উপস্থিতিতে গাজাবাসীর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে ঘোষণাপত্র পাঠ শেষে মোনাজাতের মাধ্যমে এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। সবার পক্ষে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। এরপর বিকাল সোয়া ৪টার দিকে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি আব্দুল মালেকের মোনাজাতের মাধ্যমে এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। এর আগে বিকাল সোয়া ৩টার দিকে বিখ্যাত কারী আহমদ বিন ইউসুফের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এই কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। প্যালেস্টাইন সলিডারিটি মুভমেন্ট বাংলাদেশের আয়োজনে এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি আব্দুল মালেক।

গণজমায়েতে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ বলেন, আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-মত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু স্বাধীন ফিলিস্তিন সেখানকার মানুষের অধিকার। গাজার মানুষের ওপর জুলুম বন্ধের দাবিতে আমরা প্রত্যেক বাংলাদেশি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি। এ সময় ইসলামিক বক্তা মিজানুর রহমান আজহারী স্লোগানে স্লোগানে ফিলিস্তিনের ভাইদের প্রতি সংহতি প্রকাশের আহ্বান জানান।

ঘোষণাপত্রে ইসরায়েলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে মুসলিম বিশ্বের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এ ছাড়া গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের দাবি জানানো হয়। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সালাম আজাদ, জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার কর্মসূচিতে অংশ নেন। পাশাপাশি জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, জামায়াতের ঢাকা মহানগর উত্তরের সেক্রেটারি জেনারেল রেজাউল করিম ও দক্ষিণের সেক্রেটারি জেনারেল শফিকুল ইসলাম মাসুদ, বাংলাদেশ লেবার পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, নিরাপদ সড়ক চাই-এর চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরাখণ্ডের দেবপ্রয়াগে খাদে পড়ে গেল গাড়ি, মৃত্যু ৫ জনের

দেবপ্রয়াগ, ১২ এপ্রিল (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের দেবপ্রয়াগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। ওই গাড়িতে থাকা শুধুমাত্র এক মহিলা প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। সবাই একই পরিবারের সদস্য। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার একটি যাত্রীবোঝাই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এক মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে, গাড়িতে থাকা বাকি সবার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ও এসডিআরএফ বাহিনী উদ্ধারকাজ চালায়। দু'টি ক্রেনের সাহায্যে খাদ থেকে তোলা হয় গাড়িটি। উদ্ধার হওয়া মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অপরাধীদের ইন্ধন দিচ্ছে : মনোজ তিওয়ারি

পাটনা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে হিংসা হচ্ছে তার নিন্দা করলেন বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারি। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালীন হিংসা সম্পর্কে শনিবার বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, 'মমতা দিদির সরকারের অধীনে, ব্যাপক বৈষম্য ও হিংসা চলছে এবং সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল যে এই সমস্ত হিংসা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমর্থন করছে। সরকার অপরাধীদের মদত দিচ্ছে, মানুষ চিহ্নিত করে হত্যা করা হচ্ছে এবং নারী ও কন্যাদের সাথে ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে।'

গুয়াহাটির আইএসবিটিতে এসটিএফ-এর অভিযানে উদ্ধার চার কোটি টাকার হেরোইন, গ্রেফতার চার

গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : গুয়াহাটির আইএসবিটিতে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ বাহিনীর অভিযানে প্রায় চার কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার হয়েছে।

আজ শনিবার অসম পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আইএসবিটিতে অভিযান চালিয়ে মাদকদ্রব্যগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ। এর সঙ্গে চার মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আইএসবিটিতে মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে আগত এআর ১১ বি ৮৯১২ নম্বরের দণ্ডায়মান একটি বাসে তালাশি চালিয়ে ৩৫ প্যাকেট থেকে ৪৫৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছেন অভিযনকারীরা।

পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, নিষিদ্ধ মাদকগুলি অসমের রঙিয়া, হাজো সহ নিম্ন অসমের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের।

মাদক পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে চারজন যথাক্রমে রহার (অসম) বাসিন্দা বাসের চালক মহম্মদ সাহাব উদ্দিন, দুই খালাসি বকলিয়ার উত্তম নাথ ও গোয়ালপাড়ার সফিউর রহমান এবং গ্রাহক হাউলির জিয়াউর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সঙ্গে মাদক পাচারে ব্যবহৃত বাসকেও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

হিংসাকে উৎসাহিত করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রদীপ ভান্ডারী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে হিংসা চলছে, এ জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে দায়ী করলো বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় তুলেছেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারী। শনিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিংসাকে উৎসাহিত করছেন, সমর্থন করছেন এবং উস্কানি দিচ্ছেন। বাংলায় হিংসা, বিশেষ করে হিন্দু-বিরোধী হিংসা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য হচ্ছে, যিনি এটিকে লালন-পালন এবং রক্ষা করছেন।'

শনিবার আগরতলায় ৩৩ মন্ডলের উদ্যোগে এক জলছত্রের আয়োজন করা হয়।

51st State Level Bizumela-2025
Lokkindor Karbari Aadam
Chawmanu, Longtharai Valley, Dhalai, Tripura, India
13th to 17th April

Day 1 (13th April)
Inaugurator & Chief Guest
Prof. (Dr.) Manik Saha, Hon'ble Chief Minister, Tripura
Guest of Honour
Miss. Santana Chakma, Hon'ble Minister
Industry & Commerce, Jail (Home) & Welfare of OBCs, Govt. of Tripura
Special Guest
Shri Debjan Chakma
Rajyo Karbari, Tripura Chakma Samajik Rajyo Parishad
Shri Sambhulal Chakma, Hon'ble MLA, Chawmanu
Shri Promod Reang, Hon'ble MLA, Santirbazar
Shri Subrata Chakraborty, Vice Chairman, Cultural Advisory Committee, Tripura
Shri Bimbhisar Bhattacharjee, Director ICA, Govt. of Tripura
Shri Sujoy Kumar Chakma, President, Biza mela Development Committee
Shri Paritosh Chakma, Saloani Karbari, Manugang
Shri Prafulla Chakma, Lakshindar Karbari Adam
Saju Vaheed A. IAS, District Magistrate & Collector, Dhalai
Shri Mihirlal Das, TPS, Superintendent of Police, Dhalai
Sri Uttam Kumar Bhowmik, TCS, SDM, Longtharai Valley
Preside over
Shri Padma Ranjan Chakma, President, 51 Biza Mela Organising Committee

Day 2 (14th April)
Chief Guest
Shri Ratanlal Nath
Hon'ble Minister, Power, Agriculture & Farmers' Welfare & Election
Govt. of Tripura
Guest of Honour
Shri Tinku Roy
Hon'ble Minister, Youth Affairs & Sports, SW& SE & Labour
Govt. of Tripura
Special Guest
Shri Mailafru Mog, Hon'ble MLA, Manu
Shri Bimal Kanti Chakma, MDC, TTAADC
Shri Sukha Moy Chakma, Ex. Rajyo Karbari
Shri Santi Bikas Chakma, Rajyo Habidyng, Tripura Chakma Samajik Rajyo Parishad
Smt. Jogamaya Chakma, Vice President, Tripura Chakma Samajik Rajyo Parishad
Shri Rajesh Chakma, President, TRCGJ
Shri Subal Kumar Chakma, President, TCSA
Shri Biplab Chakma, Social Activist

Day 3 (15th April)
Chief Guest
Shri Sukla Charan Noatia, Hon'ble Minister
Cooperation, Tribal Welfare (TRP & PTG) & Welfare of Minorities
Govt. of Tripura
Guest of Honour
Shri Pathan Lal Jamatia, MLA, Ampinagar
Special Guest
Shri Hongsa Kumar Tripura, MDC, TTAADC
Shri Niranjan Chakma, Poet of Chakma Society
Shri Aniruddha Chakma, CNCL
Shri Arun Kanti Chakma, Member Secretary, Bizumela Development Society
Shri Rupa Mohan Tripura, Social Activist
Shri Madhab Barua, Social Activist
Shri Bimal Money Chakma, Social Activist
Shri Ananda Kumar Chakma, Social Activist
Smt. Birala Karbari, Ex. Chagala Karbari, CMN

Day 4 (16th April)
Chief Guest
Shri Rajib Bhattacharjee, Hon'ble MP, Parliament of India
Guest of Honour
Shri Pal Dangsu, MLA, Karamcherra
Special Guest
Shri Chandana Chakma, President, Mile Jodha Tripura
Shri Champarai Aslong, Ex.MDC, TTAADC
Shri Kusum Kanti Chakma, Chairman, TCSA Advisory Committee
Shri Amitabh Chakma, TCS, Joint Director, UDD
Shri Janmejoy Chakma, TCS, Deputy Collector, Jirania
Shri Rupam Chakma, TPS, Deputy Commandant 15th Bn TSR
Sri Srijan Chakma, Superintending Engineer, PWD, Ambassa
Smt. Kakali Chakma, Ex. Head Mistress
Shri Julan Mitra Barua, Reporter
Shri Ranjit Chakma, Chagala Karbari, Manikpur

Day 5 (17th April)
Closing Ceremony
Chief Guest
Shri Biplab Kumar Deb, Hon'ble MP, Parliament of India
Guest of Honour
Shri Sudangsu Das, Hon'ble Minister
Welfare of Sch. Caste, ARDD & Fisheries, Govt. of Tripura
Special Guest
Shri Sushanta Deb, Hon'ble MLA, Bishalgarh
Shri Kamal Sen Chakma, President, Buddhist Welfare Society
Shri Uttam Kumar Chakma, Secretary, Dept. of Tourism
Shri Dilip Kumar Chakma, District Magistrate & Collector, Unakoti
Shri Shanti Ranjan Chakma, TCS, SDM, Jirania
Shri Nandio Chakma, TCS, SDM, Kumarghat
Shri Mahendra Kambe Chakma, TCS, SDM, Sonamura
Shri Sanjib Chakma, TCS, Joint Director, ICA
Shri Lalit Chakma, TCS, Deputy Collector, Sepahijala

Everyday Cultural Programme
Will be started from 6 PM onwards

Your kind presence in the programme is highly solicited.

Secretary
Bizumela Organizing Committee

ICA/D-057/25

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

প্রতিদিন পনির খাওয়া ভালো

অনেকেই আছেন দুধ বা দই খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু শরীরকে বাঁচাতে এসব খাবার খুবই প্রয়োজন। এসব ভালো না লাগলে রোজ ডায়েটে রাখতে পারেন পনির মাখনি, মটর পনির, শাহি পনির অথবা পালক পনিরের মতো পদ। তা না হলে খুবই বিপদ। কারণ শরীরকে বাঁচাতে এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন পরে, যা দুধ অথবা দুগ্ধজাত খাবারেই বেশি মাত্রায় থাকে।

তাই তো দুধ-দইয়ে অরুচি থাকলে পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

একাধিক কেস স্টাডিতে দেখা গেছে ১০০ গ্রাম পনিরে রয়েছে কম করে ১৮.৩ গ্রাম প্রোটিন, ২০.৮ উপকারি ফ্যাট, ২.৬ গ্রাম মিনারেল, ১.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২৬৫ কেসিএল এনার্জি, ২০৮ এমজিএস ক্যালসিয়াম, ১৩৮ এমজি ফসফরাস এবং আরও কত কী! প্রসঙ্গত, এই সবকটি উপাদানই নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। বিশেষত একাধিক রোগকে দূরে রাখতে পনিরের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। পনির দিয়ে বানানো নানা পদ খাওয়া শুরু করলে সাধারণত শরীরের যে যে উপকারগুলি হয়, সেগুলি হল.

এনার্জির ঘাটতি দূর হয়: আজকাল কি কারণে-অকারণে বেজায় ক্লান্ত লাগছে? তাহলে বন্ধু রোজের ডায়েটে পনিরকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেরি করবেন না যেন! কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত পনির খাওয়া শুরু করলে শরীরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাবে এনার্জির ঘাটতি দূর হতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে শরীরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আর্থাইটিসের মতো রোগের কষ্ট কমে: পনিরে উপস্থিত ওমেগা থ্রী এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে জয়েন্টের সচলতা বৃদ্ধি পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি আর্থাইটিসের মতো রোগের প্রকোপও কমে। তাই তো বলি বন্ধু, যারা নানাবিধ হাড়ের রোগের শিকার, তারা পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততে ভুলবেন না যেন!

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে: অল্পতেই যাদের গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়, তারা নিয়মিত পনির খেলে দারুন উপকার পেতে পারেন। আসলে এই খাবারটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইজেশান প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই সঙ্গে কোষেদের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: শুনতে অবাক লাগলেও একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে পনিরে উপস্থিত পটাশিয়াম, হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতেও এই ডেয়ারি প্রডাক্টের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। তাই দীর্ঘদিন যদি হার্টকে চাঙ্গা রাখতে হয়, তাহলে নিয়মিত পনির খেতে ভুলবেন না যেন! ফলেটের ঘাটতি মেটে: গর্ভাবস্থায় ভাবী মায়েদের শরীরের গঠনে এই উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু তাই নয়,

দেহের অন্দরে লোহিত রক্ত কণিকার ঘাটতি দূর করতেও ফলেট বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই তো শরীরকে সুস্থ রাখতে এই উপাদানটির কোনও সময় যাতে ঘাটতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। আর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। কীভাবে? বেশ কিছু গবেষণা অনুসারে এই দুগ্ধজাত খাবারটির শরীরে মজুত রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফলেট, যা দেহের অন্দরে এই উপকারি উপাদানটির চাহিদা মেটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হাড় শক্তপোক্ত হয়: শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে একদিকে যেমন হাড় দুর্বল হতে শুরু করে, সেই সঙ্গে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। কারণ দুধে এই খনিজটি রয়েছে প্রচুর মাত্রায়, যা হাড়ের পুষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সমস্যাটা হল আপনি তো দুধ খেতে পছন্দ করেন না। তাহলে করবেন কী? সেক্ষেত্রে নিয়মিত পনির খাওয়া মাস্ট! কারণ দুধের মতো অত পরিমাণে না হলেও পনিরেও রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে এই খনিজটির ঘাটতি মেটাতে দারুনভাবে সাহায্য করে থাকে।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: পনিরে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং রাইবোফ্লেবিন ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরে যাতে এনার্জির ঘাটতি না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, রাইফ্লেবিনের পাশাপাশি পনিরে প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, থিয়ামিন, নিয়াসিন এবং ফলেট নামেও বিশেষ কিছু উপাদানের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই উাপাদানগুলি হজম কক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে, রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বাজে কোলেস্টরলের পরিমাণ কমাতে এবং হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়: পেশীর উন্নতিতে যেমন কাজে লাগে, তেমনি শরীরের অন্দরে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে ঠিক মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখে প্রোটিন। তাই তো দেহে যাতে এই উপাদানটি ঘাটতি কোনও ভাবেই না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর এই কাজটিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। তাই যাদের মাছ-মাংস খাওয়ার সেভাবে সুযোগ নেই, তারা পনির খাওয়া শুরু করতে পারেন। দেখবেন উপকার মিলবে।

ক্যান্সারের মতো রোগকে দূরে রাখে: পনিরে উপস্থিত ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি শরীরের অন্দরে এমন খেল দেখায় যে ব্রেস্টে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার সুযোগই পায় না। প্রসঙ্গত, হাওয়ার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের একদল গবেষক টানা ১৬ বছর ধরে এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষাটি চলাকালীন তারা লক্ষ করেছিলেন ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই দুটি উপাদান প্রচুর মাত্রায় রয়েছে পনিরে। তাই এই দুগ্ধজাত খাবারটি সপ্তাহে বার দুয়েক খেলে কী উপকার মিলতে পারে, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না।

ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে: অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি চিন্তায় রয়েছেন? তাহলে রোজের ডায়েটে পনিরের অন্তর্ভুক্তি মাস্ট! কারণ প্রটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে বহুক্ষণ পেট ভরা থাকে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। ফে ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না।

গ্যাসের আঁচ কোন রঙের হওয়া নিরাপদ

আজকাল কাঠের ব্যবহার প্রায় হয় না বললেই চলে। মূলত দোকানে বা খুব কম বাড়িতে ব্যবহার হয় উনুন। হ্যাস এখম মূল ভরসা। রান্না করার সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্যাসের শিখার রং বদলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কখনও নীল, কখনও লাল কখনও বা কমলা। যদিও বেশিরভাগ বাড়িতেই এটিকে খুব একটা পাত্তা দেওয়া হয় না। সেখানেই লুকিয়ে বড় বিপদ। যে কোনও সময়ে ঘটে যেতে পারে একটা বড় দুর্ঘটনা।

লাল, নীল নাকি কমলা, গ্যাসের আগুনের রং কেমন হওয়া উচিত? রং দেখেই বুঝতে পারবেন আপনি নিরাপদ কিনা। কোন রং ভাল? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, যদি গ্যাসের আঁচের রং নীল হয়, তাহলে বুঝতে হবে গ্যাস সম্পূর্ণরূপে জ্বলছে। এই নীল শিখাকে নিরাপদ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। এই শিখার অর্থ গ্যাসের অপচয় কম হচ্ছে। বিপজ্জনক কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের নির্গমন কম হচ্ছে।

যদি গ্যাসের আগুনের রঙ কমলা বা হলুদ হয়, তাহলে বোঝা যাবে এটা পুরোপুরি জ্বলছে না। যদি শিখা কমলা রঙের হয়, তাহলে গ্যাসের ব্যবহার বেশি হবে। আগুনের চারপাশে কালি জমে হাঁড়ি কালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই রঙের কারণে ক্ষতিকারক কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের অত্যধিক নিঃসরণ হতে পারে। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যদি এই রঙের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, এর অর্থ বার্নারে বাতাসের সরবরাহ কম এবং ধুলো জমে আছে। তাই প্রথমে বার্নার পরিষ্কার করুন। সিলিন্ডারের সঙ্গে সংযোগ ঠিক আছে কিনা দেখে নিন। এছাড়াও, গ্যাসে আগুন জ্বালানোর সময় যদি গ্যাসের গন্ধ পান, তাহলে সাবধান থাকুন।

বাঙালি পরিবারে পার্বণ মানেই পোলাও

সামনেই পয়লা বৈশাখ। বাঙালি পরিবারে পার্বণ মানেই পোলাও একেবারে মাস্ট রেসিপি। এবার না হয় ট্রাই করুন নতুন রকমের এই পোলাও। যা খেলে অন্য কোনও পোলাও আর মুখে রুচবে না।

মোচা ১টি মাঝারি, বাসমতী চাল ১ কাপ, কিশমিশ ৫০ গ্রাম, আদাবাটা ১চা চামচ, জিরেবাটা ১ চা চামচ, নুন-চিনি স্বাদমতো, হলুদ ১ চিমটে, ঘি ১ চা চামচ, তেল পরিমাণমতো, তেজপাতা ২-৩টি, নারকেলের দুধ ১ কাপ।

মোচা কুচিয়ে সেদ্ধ করে নিন। জল ঝরতে দিন, চাল ধুয়ে ১৫ মিনিট শুকোতে দিন। বাটা মশলা জলে ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইতে ঘি দিন, তেজপাতা, গরমমশলা থেঁতো করে ফোঁড়ন দিন। মশলামাখা চাল দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। চালের সুগন্ধ বেরোলে জল-ঝরানো সেদ্ধ মোচা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নারকেলের দুধ ও সামান্য জল দিন। ফুটে উঠলে নুন দিন। নামানোর আগে কাজু, কিশমিশ, চিনি দিন। কিছুক্ষণ দমে বসিয়ে নামিয়ে নিন।

চিনকে জব্দ করতে গিয়ে আলুপোস্ত আবিষ্কার করে ফেলল বাঙালি

বাঙাল হোন বা ঘটি, যে গুটি কয়েক খাবার নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে চুলোচুলি হয় না তার মধ্যে একটি হল আলুপোস্ত। কড়াইয়ের ডাল, আলুপোস্ত আর সঙ্গে ঝুড়ি আলুভাজা। এই পদ পাতে পড়লে হার মানে মাছ- মাংস, চিংড়ি-ইলিশও। আলুপোস্ত সকলের। কিন্তু যে আলুপোস্ত নিয়ে এত মাতামাতি বাঙালির মধ্যে, সেই আলুপোস্ত আবিষ্কার কে করেন জানেন? কী ভাবে বাঙালির পাতে এসে পড়ল আলু আর পোস্তর এই অভিনব মিশ্রণ? আসল কাহিনি জানলে চোখে জল চলে আসবে আপনার। শোনা যায় একটা সময় বাদশাহী রান্নায় স্বাদ বৃদ্ধি করতে চিন থেকে ভারতে আমদানি হত পোস্ত। তাই একটু খেয়াল করলেই দেখবেন চাঁপ হোক বা রেজালা, কিংবা অন্য আরও অনেক মোগল খানাতেই ব্যবহার হয় পোস্ত। সে বহু বছর আগের কথা। কিন্তু বাধ

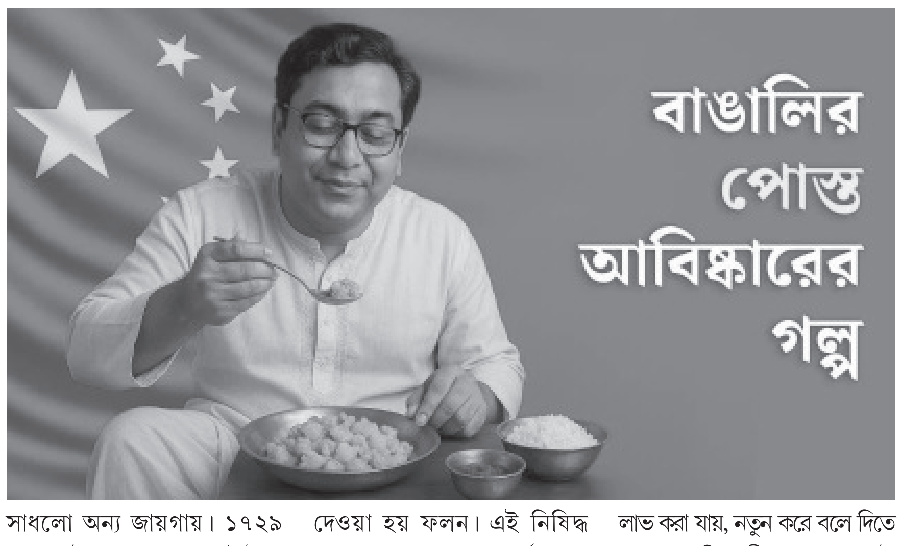

সাধলো অন্য জায়গায়। ১৭২৯ সালে কুইং সাম্রাজ্যের সম্রাট ইয়ং জেন দেখলেন পোস্ত রপ্তানি হলেও নেশায় ডুবে যাচ্ছে দেশ। হু হু করে বাড়ছে আফিমের নেশা করার প্রবণতা। ব্যবসার থেকে দেশ বড়। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন আর চিনে করা যাবে না কোনও আফিম বা পোস্ত গাছের চাষ। ব্যান করে দেওয়া হয় ফলন। এই নিষিদ্ধ পরোয়ানাকে ব্যবসার সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে দেখল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে জয় লাভের পরেই, চিনে চোরা পথে আফিম রপ্তানির জন্য বাংলায় আফিমের চাষ শুরু করতে চাইল কোম্পানি। আসলে যা কিছু নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্য, তা চোরাপথে চালান করে ব্যবসা করতে পারলে যে কত টাকা লাভ করা যায়, নতুন করে বলে দিতে হয় না। এদিকে নীল চাষের মতোই জমির স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক আফিম। একবার কোনও জমিতে আফিম গাছের চাষ করলে ওই জমিতে আলু ছাড়া আর কিছুই চাষ করা যায় না। ফলে চাষীরা এই চাষ করতে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। তবে গরীবের কথা কে কবে আর ভেবেছে? জোর করে বাংলার চাষীদের বাধ্য করা হল আফিমের চাষ করতে। 'না' বললেই চলল অকথ্য অত্যাচার।

শুরু হল ব্যপক হারে পোস্ত গাছের চাষ। পোস্তর ফুল দিয়ে তৈরি হল আফিম। সেই আফিম চিন সহ দেশ বিদেশের নানা জায়গায় রপ্তানিও হল। কিন্তু বীজ কী হবে?

লোকমুখে প্রচলিত, বাঙালির কোনও এক রমণী, খিদের জ্বালায় হাতের সামনে আর কিছু না পেয়ে পোস্তর বীজ বেটে, সর্ষের তেল দিয়ে আলু সেদ্ধর সঙ্গে মেখে পান্তা ভাত দিয়ে খাওয়ান তাঁর পরিবারকে। যা খেয়ে মুগ্ধ হয়ে যান সকলে। ক্রমে এই খাবার ছড়িয়ে পড়ে বাকি কৃষক পরিবারের মধ্যেও। বাঙালি সেই রমণী কে ছিলেন? কেউ বলতে পারেন না! তবে তাঁর আবিষ্কার অমর হয়ে রয়ে গিয়েছে বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে।

পটল পাতুরিতেই জমে যাবে দুপুরের পাত

মাছের পাতুরি তো অনেক খেয়েছেন। কখনও ট্রাই করেছেন পটল পাতুরি? স্বাদে যে কোনও আমিষপদকে একহাত নিতে পারে এই পাতুরি। এই পদ রাঁধালেন দেখবেন সবাই আঙুল চেটে চেটে খাচ্ছে। যা যা লাগবে পটল ২ কেজি, কোরানো নারকেল ১ কাপ, সরষে ১ টেবিল চামচ, পোস্ত ২ টেবিল চামচ, হলুদ, কাঁচালঙ্কা ৬-৭টি, নুন, চিনি আন্দাজমতো, তেল প্রয়োজনমতো।

এভাবে তৈরি করুন

পটল বেছে নিয়ে লম্বালম্বি করে কেটে নুন দিয়ে মেখে হালকা সাঁতলে নিন। সরষে, পোস্ত একসঙ্গে পিষে নিন। ইচ্ছে করলে সরষে বাদও দিতে পারেন। একটু বেশি তেল গরম করে নারকেলবাটা দিন। নারকেল একটু ভেজে সব পেষা মশলা দিয়ে কষে নিন। হলুদ দিন। মশলা ভাজা হয়ে তেল আলাদা হলে পটল দেবেন এবং নুন, মিষ্টি, কাঁচালঙ্কা এবং পরিমাণমতো জল দিয়ে কম আঁচে ঢেকে ৭-৮ মিনিট রান্না করুন। পটল সেদ্ধ হয়ে ঝোল মাখা মাখা হলে নামাবেন।

প্রতিদিন কতটা নুন খাওয়া স্বাস্থ্য সম্মত?

শরীরে তরলের ভারসাম্য বজায় রাখতে, পেশীর কার্য্যকারিতা ঠিক রাখতে এবং স্নায়ু সংকেত নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নুন। তবে, নুনের পরিমাণে গোলমাল হলেই কিন্তু বড় বিপদ। অতিরিক্ত সেবন গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে নুন খাওয়া উচিত। জানেন আমাদের শরীরের প্রতিদিন কতটা নুনের প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন ৫ গ্রামের কম নুন খাওয়া উচিত। যা প্রায় ২০০০ মিলিগ্রাম সোডিয়ামের সমান। সাধারণ মানদণ্ড অনুসারে প্রতিদিন ১, ৫০০-২,৩০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ শরীরের জন্য সঠিক। বেশি নুন খেলে কী হতে পারে জানেন?

১। অতিরিক্ত লবণ আপনার শরীরের তরল ভারসাম্যকে ব্যাহত করে, যার ফলে জলশূন্যতা দেখা দেয়। ভারসাম্য ফিরে পেতে তীব্র তৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। ২। আপনার কিডনি সোডিয়ামের মাত্রা ভারসাম্য বজায় রাখতে কাজ করে। পেট ফাঁপার সমস্যা হয়। শরীরের অতিরিক্ত তরল শরীরের বিভিন্ন অংশে ফোলাভাব সৃষ্টি করতে পারে। ৩। অতিরিক্ত সোডিয়াম আপনার রক্তপ্রবাহে জল টেনে নেয়। রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, ফলস্বরূপ আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যে কী কী সমস্যা দেখা যায়? ১। ক্রমাগত বেশি নুন গ্রহণ দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ রক্তচাপের দিকে কারণ হতে পারে। যা হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের একটি প্রধান কারণ। অতিরিক্তনুন খেলে হৃদপিণ্ডকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। হার্ট ফেলের মতো সমস্যা হতে পারে। ২। নুন তরল ধারণকে প্রভাবিত করে কিডনির কাজের চাপ বাড়ায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, এর ফলে কিডনি রোগ হতে পারে। ৩। উচ্চ সোডিয়ামের মাত্রা প্রস্রাবের

মাধ্যমে ক্যালসিয়াম নির্গমন বৃদ্ধি করে, যা ক্যালসিয়ামের ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে। ফলে অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বাড়ে। লবণ অপরিহার্য হলেও, এর ক্ষতিকারক প্রভাব এড়াতে পরিমিত নুন খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত পরিমাণে লবণ গ্রহণ তাৎক্ষণিক অস্বস্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি উভয়ই ডেকে আনতে পারে। তাই নির্দিষ্ট পরিমাণে নুন খান।

সত্যি সত্যি হাঁটুতেই মস্তিষ্ক থাকে এই ৫ প্রাণীর

কারও বুদ্ধি কম হলে আমরা মশকরা করে বলি 'বুদ্ধিতো হাঁটুতে থাকে।' আসলে আমাদের যে পরিচালনা করে আমাদের মস্তিষ্ক তা সকলের জানা। কিন্তু যদি বলি এমন কিছু প্রাণী আছে যাঁদের মস্তিষ্ক সত্যিই পায়ে থাকে তাহলে? কি শুনতে অবাক লাগল? এটাই সত্যি! তার সঙ্গে রয়েছে এমন প্রাণী যার আবার রয়েছে একাধিক মস্তিষ্ক। এই প্রতিবেদনে রইল তেমন ৫ আজব প্রাণীর হদিস। ১। অক্টোপাস — অক্টোপাস বিখাত তার অনেক হাতের জন্য। সেই হাত দিয়ে একবার কোনও কিছু চেপে ধরলেই শেষ। এই প্রাণীর রয়েছে একাধিক মস্তিষ্কও। অক্টোপাসের মাথায় একটি কেন্দ্রীয় মস্তিষ্ক থাকে, আর আটটি হাতে প্রতিটিরই নিজস্ব একটি করে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক থাকে। অক্টোপাস স্বাধীনভাবে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে অক্টোপাসের মূল মস্তিষ্ক থেকে সরাসরি ইনপুট ছাড়াই তার হাত নাড়াতে পারেন। ২। জোঁক --- জোঁক কেবল তাদের রক্তচোষা ক্ষমতার জন্যই নয়, বরং অদ্ভুত স্নায়ুতন্ত্রের

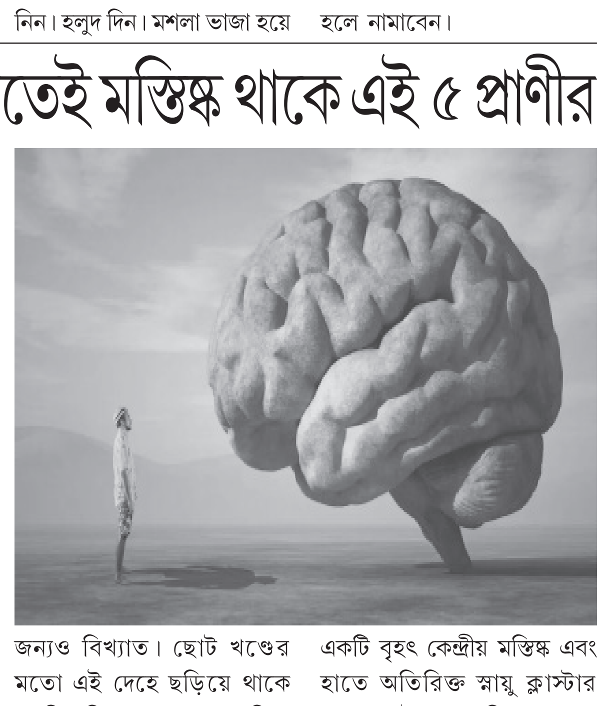

জন্যও বিখ্যাত। ছোট খণ্ডের মতো এই দেহে ছড়িয়ে থাকে ৩২টি মস্তিষ্কের মতো গ্যাংলিয়া বা স্নায়ু কোষের গুচ্ছ। যা তা নড়াচড়া করতে এবং দক্ষতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করে। ৩। স্টারফিস — বেশিরভাগ প্রাণীর মতো, স্টারফিসের কোনও কেন্দ্রীয় মস্তিষ্ক থাকে না। পরিবর্তে, তাদের মুখের চারপাশে একটি স্নায়ু বলয় থাকে। প্রতিটি হাতে একটি স্নায়ু জাল থাকে। এই বিকেন্দ্রীভূত স্নায়ু ক্লাস্টারগুলি তাদের চারপাশে কী ঘটছে তা অনুভব করতে সাহায্য করে।

৪। কাটলফিশ — কাটলফিশের একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় মস্তিষ্ক এবং হাতে অতিরিক্ত স্নায়ু ক্লাস্টার থাকে। এই অত্যাধুনিক স্নায়ুতন্ত্র ক্রোমাটোফোর নামক বিশেষ ত্বক কোষ ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে রঙ পরিবর্তন করতে সাহায্য করে।

৫। মাকড়সা — অনেক মাকড়সা, বিশেষ করে ট্যারান্টুলার মতো বৃহৎ মাকড়সার, পায়ে গ্যাংলিয়া সহ একটি বিস্তৃত স্নায়ুতন্ত্র থাকে। এই ব্যবস্থা চারপাশে কোনও বিপদ আছে কিনা তা অনুধাবন করতে সাহায্য করে। এমনকি নিঃশব্দে শিকার করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই মস্তিষ্ক।

শনিবার আগরতলার প্রগতি বিদ্যামন্দিরের পরিচালন কমিটির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ে শুরু প্রাণের উৎসব বৈসাবী

চট্টগ্রাম, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলাদেশের পাহাড়ে শুরু প্রাণের উৎসব বৈসাবী। পাহাড়-হ্রদ আর অরণ্যের শহর রাঙামাটি সহ তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ে বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণের মহান উৎসব, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রাণের উৎসব বৈসাবি'। চাকমাদের ভাষায় এই উৎসবকে বিঝু, ত্রিপুরীদের ভাষায় বৈসুক, মারমাদের ভাষায় সাংগ্রাই এবং তংচঙ্গ্যাদের ভাষায় বিসু এবং অসমিয়াদের ভাষায় বিহু নামে পরিচিত।

তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবের প্রথম দিনকে চাকমা ভাষায় ফুল বিঝু, দ্বিতীয় দিনকে 'মূল বিঝু' এবং তৃতীয় দিনকে 'নুয়াবঝর' বা 'গোজ্যা পোজ্যা দিন' বলা হয়। এভাবেই ত্রিপুরীরা প্রথম দিনকে 'হারিকুইসুক' দ্বিতীয় দিনকে 'বুইসুকমা' এবং তৃতীয় দিনকে 'বিসিকাতাল' নামে অভিহিত করে থাকেন। এই বৈসাবী উৎসবকে ঘিরে টানা তিনদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে বিরাজ করে এক অসাধারণ উচ্ছলতা। পাহাড়ের আদি বাসিন্দারা মহা সমারোহে পালন করেন তাঁদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব বৈসাবি।

বৈসাবী উপলক্ষে রাঙামাটিতে ৯ এপ্রিলের প্রথম প্রহরে বিজু, সাংগ্রাই, বিষু, বিহু উদযাপন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আজ ১২ এপ্রিল শনিবার সকাল সাড়ে ছয়টায় রাজবাড়ি ঘাটে এবং সকাল আটটায় শহরের ত্রিপুরাপল্লি খ্যাত গর্জনতলিতে ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কাপ্তাই হ্রদে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফুল ভাসানো অনুষ্ঠান। অপরদিকে, আগামী ১৫ এপ্রিল মঙ্গলবার প্রতি বছরের মতো এবারও বৈসাবী উপলক্ষ্যে মারমা সাংস্কৃতিক সংস্থা (মাসস)-র উদ্যোগে রাঙামাটির রাজস্থলী উপজেলার বাঙালহালিয়া মাঠে এবং ১৯ এপ্রিল রাঙামাটি মারী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে মারমাদের ঐতিহ্যবাহী জল উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বৈসুক : ত্রিপুরীদের ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং প্রধানতম উৎসব বুইসুক বা বৈসুক চৈত্র মাসের শেষের দুদিন এবং নববর্ষের প্রথমদিন সহ মোট তিনদিন ধরে পালন করা হয়। চৈত্রমাসের শেষ দুদিনের প্রথমদিনকে ত্রিপুরীরা 'হারি বুইসুক' এবং শেষ দিনটিকে 'বুইসুকমা' বলে থাকেন। আর নববর্ষের প্রথমদিনকে তাঁরা বলেন 'বিসিকাতাল'। উৎসবের প্রথমদিন ত্রিপুরী ছেলেমেয়েরা ফুল তুলেন। ফুল দিয়ে ঘর সাজান। কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করেন। ঝুড়িতে ধান নিয়ে তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মোরগ-মুরগিকে ছিটিয়ে দেন। গৃহপালিত সব প্রাণীকে খুব ভোরে ছেড়ে দেন তাঁরা। পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরে ছেলেমেয়েরা গ্রামের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান। ছেলেমেয়েদের বিচিত্র পিঠা আর বড়দের মদ ও অন্যান্য পানীয় পান করানো হয়। বৈসুক শুরুর দিন থেকে 'গরয়া' নৃত্যের দল গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে নৃত্য করে। এই আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক নৃত্যকে ত্রিপুরীরা গরয়া নৃত্য বা খেরেবাই নৃত্য বলে থাকেন। এই নৃত্যে ২২টি অসাধারণ মুদ্রা সৃষ্টি করা হয়। এই নৃত্য দলের শিল্পীদের একজনের কাঁধে একটি শূল থাকে। এই শূলে একটি খাদি বাঁধা থাকে। যদি কোনও বাড়ির উঠোনে এই শূলটি বসানো হয়। বাড়ির মালিককে গরয়া দেবতার পূজা দিতে হয়। এভাবে প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে নৃত্য শেষে শিল্পীদের মদ, মুরগির বাচ্চা, চাল প্রভৃতি দেওয়া হয়। বিনিময়ে শিল্পীরা সুর করে সেই গৃহস্থকে আশীর্বাদ করে যান।

নৃত্য শেষে শিল্পীরা উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহ দিয়ে গরয়া দেবতার পূজা করেন। কোনও শিল্পী যদি একবার এই গড়াইয়া নৃত্যে অংশ নেন, তা-হলে তাঁকে তিনবছর পর পর এই নৃত্যে অংশ নিতে হয়, নতুবা তাঁর অমঙ্গল, এমন-কি মৃত্যু হয় বলে মিথ আছে। এই লোকনৃত্যে ১৬ থেকে ১০০, ১৫০, ৫০০ জন পর্যন্ত অংশ নিতে পারেন। বৈসুক উৎসবের জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় নৃত্য দেখার জন্য প্রত্যেক বৈসুকে সারা দেশের শত শত সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পী পার্বত্য চট্টগ্রামে আসেন।

সাংগ্রাই : বৈসাবি উৎসবের 'সা' আদ্যক্ষরটি অন্যতম আদিবাসী জনগোষ্ঠা মারমাদের 'সাংগ্রাই' উৎসব থেকে নেওয়া। মারমাদের অন্যতম সামাজিক উৎসব হলো সাংগ্রাই। মারমারা সাধারণত মঘীসনের চান্দ্র মাস অনুসারে এই দিনটি পালন করে থাকেন। বছরের শেষ দুদিন এবং নববর্ষ ও প্রথমদিন, এই তিনদিন পালিত হয় এই উৎসব। সাংগ্রাই উৎসব উদযাপনের সময় মারমা যুবক-যুবতীরা পিঠা তৈরি করার জন্য চালের গুঁড়া তৈরি করেন। এই সময় 'পানি খেলা' (জলক্রীড়া) হয়। সাংগ্রাই উৎসব এবং জলক্রীড়া এখন যেন একে অপরের সমার্থক হয়ে গেছে। এই খেলার সময় এক জায়গায় জল ভর্তি রেখে যুবক-যুবতীরা একে অপরের দিকে জল ছুঁড়ে মারেন। স্নিগ্ধতায় ভিজিয়ে দেন পরস্পরকে। এছাড়া এই দিন মারমারা বুদ্ধমন্দিরে গিয়ে ধর্মীয় বাণী শ্রবণ করেন। ঘিলার বিচি দিয়ে 'ঘিলা খেলা' এ সময় মারমাদের একটি প্রিয় খেলায় পরিণত হয়। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে সাংগ্রাই উৎসব পালন করা হয় বলে ধারণা করা হয়। সংক্রান্তি শব্দ থেকেই সাংগ্রাই শব্দটি এসেছে।

বিঝু : পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় আদিবাসী সম্প্রদায় চাকমা জনগোষ্ঠী। বিঝু তাই এখানে এনে দেয় এক অন্য রকম অনুভূতি আর মোহনীয় আবেশ। এই উৎসবের সাথে তাই যেন দুলে ওঠে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম। উৎসবরে প্রথমদিনকে চাকমারা বলেন 'ফুলবিঝু'। এ দিন বিঝুর ফুল তোলা হয় এবং ফুল দিয়ে ঘর সাজানো হয়। পরে সেই ফুল দিনান্তে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বিঝুর সময় ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি বেড়াতে যায়। তারা সবাই বয়স্কদের প্রণাম করে এবং ঘরের হাঁস মুরগিকে ধান চাল ছিটিয়ে দিয়ে খাওয়ায়। এ সময় ঘরে ঘরে রান্না করা হয় 'পাজোন' নামের এক বিখ্যাত খাবার। হরেকরকম সবজি আর তরকারির সমন্বয়ে রান্না করা খাবার এই উৎসবে সবার প্রিয় খাবার হয়ে ওঠে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা ঘিলা খেলা, গুদু (হাডুডু) খেলায় মেতে ওঠে। আকাশপ্রদীপ জ্বালানো এবং বাজিপটকা পোড়ায় মহানন্দে। বয়স্করা মদ 'জগরা' বা 'কাঞ্জি' পান করেন। বিঝু উৎসবের সময় কোনও প্রাণী হত্যা করা হয় না। তবে নববর্ষের দিন মাছ মাংস সহ মজার মজার সব খাবারের আয়োজন থাকে। কেননা এই দিন ভালো কিছু খেলে সারা বছর ধরে ভালো খাবার-দাবার করার সম্ভাবনা থাকে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন।

প্রতিবছর বৈসাবি উৎসব আসে। পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণের ছোঁয়া। নব আনন্দে জাগে পাহাড়ের আদিবাসী প্রাণ। সমগ্র পার্বত্যাঞ্চল জুড়ে শুরু হয় এক মহা মিলনের মেলা।

সামশেরগঞ্জে বাড়িতেই বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

মুর্শিদাবাদ, ১২ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে অশান্ত সামশেরগঞ্জে ''খুন'' হলেন বাবা-ছেলে। বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় তাঁদের রক্তাক্ত দেহ। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এই কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শনিবার এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

সামশেরগঞ্জে দুষ্কৃতীর দল তাঁদের বাড়িতে হানা দেয়। লুঠপাটের উদ্দেশ্যে বাড়িতে ভাঙচুর চালাতে থাকে দলটি। সেই সময় বাবা-ছেলে বাধা দিতে গেলে, তাঁদের কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, দেহ তুলতে এলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার লোকজন। তপ্ত হয়ে ওঠে রানিপুরের জাফরাবাদ। উত্তেজনার ছবি ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের গ্রামে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাতভর এলাকায় দাপট চলেছে দুষ্কৃতীদের। কিন্তু তখন কোথায় ছিল পুলিশ? দেহ দু''টি ফরাক্কা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে খবর। এদিকে, পরিবারের অভিযোগ, বারবার পুলিশকে ফোন করলেও ফোনে পাওয়া যায়নি।

কোনও রকম গুন্ডামি বরদাস্ত নয়, সতর্কতা ডিজিপি—র

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদে অশান্তি নিয়ে কড়া বার্তা ডিজিপি রাজীব কুমারের। শনিবার ভবানী ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কোনও রকম গুন্ডামি বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বলেন, 'গুজবে কান দেবেন না। কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। মানুষের জীবন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।'

দেশজুড়ে বিকল ইউপিআই পরিষেবা

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার বিপত্তি হল অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে। এদিন হঠাৎই ইউপিআই পরিষেবা বিকল হয়ে যায়। ফলে দেশের বহু গ্রাহক অনলাইন পেমেন্ট করতে গিয়ে আটকে যান। যে খবর পাওয়া গিয়েছে, শনিবার দুপুর থেকেই ইউপিআই সার্ভিস ডাউন হয়। ফলে টাকা ট্রান্সফারও থমকে যায়।

এর ফলে, রাস্তাঘাট, দোকান, রেস্তোরাঁ সব জায়গাতেই পেমেন্ট সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী, সবাই সমস্যায় পড়েন। ডিজিটালি টাকা পাঠানো, গণপরিবহনে ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে টিকিট কেনায় সমস্যা হয়। ব্যবসায়ীদের মতে, এই সমস্যার কারণে তাদের কাজেও প্রভাব পড়ে এদিন।

রমনা লেকে ফুল ভাসিয়ে ফুলবিজু উৎসব পালন পার্বত্য উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমার

ঢাকা, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : ফুলবিজু উৎসব উপলক্ষ্যে রমনার লেকে ফুল ভাসিয়ে পার্বত্যবাসীর মঙ্গল কামনা করে পার্বত্য উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূত (অবসরপ্রাপ্ত) সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, 'আমাদের অনাগত দিনগুলো যেন ভালোভাবে আসে। সকলের মধ্যে যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ যাতে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, পাহাড়ি-বাঙালি যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে মিলেমিশে থাকেন এবং তাঁদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পারি সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করছি।' আজ শনিবার রাজধানীর বেইলি রোড পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স থেকে রমনা পার্ক লেকে শোভাযাত্রা সহ ফুল ভাসানোর মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ফুল বিঝু উৎসব পালন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা এ সব কথা বলেন।

পার্বত্য জনগোষ্ঠীর প্রাণের উৎসব বৈসাবি', বিহু, বিঝু, বিষু, বৈসু, চাংক্রান, সাংক্রান, সাংগ্রাইন, সাংগ্রাইং উৎসব উদযাপন এবং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন পার্বত্য উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূত (অব) সুপ্রদীপ চাকমা।

উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনের প্রতীকী এবারের বিজু অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমরা সবাই হাতে হাত ধরে এ দেশ এবং এই জাতিকে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যেতে চাই, এটাই আমার আজকের দিনের প্রত্যাশা।' তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসুন, দেখুন আমরা একত্রে পার্বত্যবাসীর উন্নয়নের জন্য কী করতে চাই।' তিনি বলেন, 'আমাদের এই অনুষ্ঠান একটি ইনক্লুসিভ অনুষ্ঠান। আমরা গর্বিত ও আনন্দিত যে, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী আপনারা সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছেন ও একত্রিত হয়েছেন।' এর জন্য তিনি আগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। উপদেষ্টা বলেন, 'পার্বত্যবাসীদের জন্য ভবিষ্যতে আরও কিছু করে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি করতে চাই।'

অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের সচিব মহম্মদ আব্দুল খালেক বলেন, 'আনন্দঘন পরিবেশে উপদেষ্টা মহোদয়ের সহযোগিতায় আমরা এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, তংচঙ্গ্যা, খুমি, বোম, খিয়াং, বাঙালি সহ অন্যান্য সবাই মিলে আজ খুশির এই উৎসব পালন করতে পেরেছি। এই উৎসবে বাঙালি ও পাহাড়িরা একাকার। সবাই আমরা একাত্ম হয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছি। নেচে-গেয়ে আনন্দে শামিল হয়েছি।' তিনি বলেন, 'এ ধরনের সেতু বন্ধন আমাদের মধ্যে অটুট থাকুক।'

শোভাযাত্রায় ঢাকায় বসবাসকারী তিন জেলার অধিবাসী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে, স্বীকারোক্তি তৃণমূল নেতার

বাঁকুড়া, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং তা করেছেন তৃণমূলের তৎকালীন সাংসদ ও বিধায়ক। এমন বিস্ফোরক স্বীকারোক্তিতে তীব্র বিতর্কে জড়ালেন শাসক দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা সোনামুখীর উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়।

শনিবার সোনামুখীতে আয়োজিত একটি তৃণমূল সভায় সোমনাথবাবু প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন, শিক্ষক পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে বেকার যুবকদের কাছ থেকে টাকা তুলেছিলেন তৎকালীন তৃণমূল সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দীপালি সাহা। তিনি দাবি করেন, এই দুর্নীতির প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে এবং মোটা অঙ্কের টাকা তোলা হয়েছিল। এই স্বীকারোক্তিতে শুধু জেলায় নয়, রাজ্য রাজনীতিতেও আলোড়ন পড়েছে। সোমনাথবাবু বলেন, তাঁরাও স্বীকার করছেন শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। সেই সময় সোনামুখীতেও টাকা তোলা হয়েছিল। যারা তুলেছেন, তারা এখন বিজেপিতে। একই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সেই ছেলেগুলোকেও একবার প্রেস মিটে বসানো হবে। এদিনের সভায় তিনি আরও অভিযোগ করেন, শিক্ষকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বাম ও বিজেপির ষড়যন্ত্রের কারণে। পাশাপাশি, সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামিকে উদ্দেশ্যে করে কটাক্ষ করেন তিনি।

পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় দিবাকরবাবু বলেন, যদি সৌমিত্র খাঁ চাকরি দুর্নীতিতে যুক্ত থাকেন, তাহলে তৃণমূল সরকার তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি কেন? আসলে এই অভিযোগের কোনও সত্যতা নেই। আর যদি থেকে থাকে, তবে দায় তৃণমূলেরই।

এ প্রসঙ্গে দিবাকরবাবুর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে সোমনাথবাবু বলেন, এখন অস্ত্র রাখার হুমকি দিচ্ছে। ২০২৬ সালে ভোট চাইতে গেলে মা-বোনেরা বঁটি-কাটারি নিয়ে তেড়ে যাবে। পাল্টা জবাবে দিবাকর বলেন, ২০২৬-এর নির্বাচনে দেখা যাবে কে কার দিকে বঁটি-কাটারি নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে।

গ্যাস ট্যাঙ্কারের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু বাইক আরোহীর, আহত আরও একজন

বাঁকুড়া, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : গ্যাস ট্যাঙ্কারের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি অপর আরোহী। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত দুর্লভপুর বড়জোড়া শিল্প করিডোরের শ্রীচন্দ্রপুর মোড়ে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , মৃত যুবকের নাম আশিস বাদ্যকর (২৪), বাড়ি গঙ্গাজলঘাটির দুবেরডাঙ্গা গ্রামে। জখম যুবকের নাম সুদেব সূত্রধর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , আশিস ও সুদেব একটি বাইকে করে দুর্লভপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি গ্যাস ট্যাঙ্কারের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রচণ্ড ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়েন দুই যুবক।

স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর জখম অবস্থায় দু'জনকেই প্রথমে অমরকানন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁদের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসক আশিসকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ ঘাতক ট্যাঙ্কারটিকে আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে বাস দুর্ঘটনায় দুই পড়ুয়ার মৃত্যু, আহত ১৫ জন

শ্রীনগর, ১২ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের হান্দওয়ারায় বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই পড়ুয়ার। এছাড়াও কমপক্ষে ১৫ জন পড়ুয়া আহত হয়েছেন। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে হান্দওয়ারার ভোদপোরা এলাকায়। বাসে চেপে পিকনিকে যাচ্ছিলেন পড়ুয়ারা, সেই সময় বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।

পুলিশ এবং স্থানীয়দের চেষ্টায় চলে উদ্ধারকাজ। হান্দওয়ারা মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ আজাজ আহমেদ ভাট বলেন, একজন ছাত্রীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ১৫-১৬ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে আরও এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়।

লালজি ট্যান্ডনের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

লখনউ, ১২ এপ্রিল (হি.স.): প্রাক্তন রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডনের জন্মজয়ন্তীতে শনিবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।লালজি ট্যান্ডনের মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। তিনি বলেন, লালজি ট্যান্ডন ৭ দশক ধরে রাজনীতিতে তাঁর পরিচিতি গড়েছিলেন। তিনি সারা জীবন আদর্শ অনুসরণ করে চলেছেন। তিনি আরও বলেন, ট্যান্ডন জি জীবনে নিজের নীতিতে অটল থেকে শীর্ষে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

বাস থেকে গৈরিক ধ্বজ খুলে দেওয়ার প্রতিবাদে দুর্গাপুরে শতাধিক বাসে গৈরিক পতাকা লাগাল সনাতনী ঐক্যমঞ্চ

দুর্গাপুর, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : কলকাতায় ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে এক বাসচালকের গাড়ি থেকে গৈরিক পতাকা খুলে নেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার দুর্গাপুরে শতাধিক যাত্রিবাহী বাসে গৈরিক পতাকা লাগাল সনাতনী ঐক্যমঞ্চ। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে 'তোমরা খুলবে এক ধ্বজ, বদলে লাগবে লাখো ধ্বজ' এই স্লোগানকে সামনে রেখে শহর জুড়ে এই কর্মসূচি চলে।

দুর্গাপুর সিটিসেন্টার বাসস্ট্যান্ডে এদিন সনাতনী ঐক্যমঞ্চের শতাধিক কর্মী গেরুয়া কাপড় বেঁধে বাসে পতাকা লাগান। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই। তিনি নিজেও একাধিক যানবাহনে গেরুয়া পতাকা বেঁধে দেন। বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই বলেন, গেরুয়া পতাকা আমাদের আবেগ, ত্যাগ, সাহস ও বীরত্বের প্রতীক। সেই পতাকা খুলে ফেলে হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছে। একশ্রেণির উগ্রপন্থীদের প্রশ্রয় দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাতে চাইছেন। এটা কখনও হতে দেব না।

ওয়ার্ল ম্যাচপ্লে বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপে পঙ্কজ আডবাণী রৌপ্যপদক জিতেছেন

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার নয়াদিল্লিতে ওয়ার্ল ম্যাচপ্লে বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপে পঙ্কজ আডবাণী রৌপ্য পদক জিতেছেন। ফাইনালে ডেভিড কউজিয়ারের কাছে সামান্য ব্যবধানে হেরে রৌপ্য পদক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ভারতের সবচেয়ে সম্মানিত কিউইস্ট পঙ্কজ আডবাণীকে।

উভয় খেলোয়াড়ই তীব্র লড়াই করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ খেলোয়াড় ৮-৭ ব্যবধানে ফাইনাল ম্যাচটি জিতে নেয়।

রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে আইবিএসএফ ওয়ার্ল বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপ। আডবাণী সেখানে তাঁর শিরোপা ধরে রাখার চেষ্টা করবেন, যা তিনি ২০১৬ সাল থেকে জিতে আসছেন।

দেশজুড়ে বিকল ইউপিআই, দুঃখপ্রকাশ ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশনের

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার বিপত্তি হল অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে। এদিন হঠাৎই ইউপিআই পরিষেবা বিকল হয়ে যায়। ফলে দেশের বহু গ্রাহক অনলাইন পেমেন্ট করতে গিয়ে আটকে যান। যে খবর পাওয়া গিয়েছে, শনিবার দুপুর থেকেই ইউপিআই সার্ভিস ডাউন হয়। ফলে টাকা ট্রান্সফারও থমকে যায়। এই নিয়ে শনিবার দুঃখপ্রকাশ করলো ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এনপিসিআই)।

তাদের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে এনপিসিআই মাঝে মাঝে প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যার ফলে আংশিক ইউপিআই লেনদেন বিফল হচ্ছে। আমরা সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করছি এবং এই বিষয়ে আপডেট দেওয়া হবে। এই অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

মমতার মদতেই হিংসা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, প্রতিক্রিয়া সুকান্তর

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মদতেই হিংসা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, শনিবার এমনটাই অভিযোগ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে মুর্শিদাবাদে হিংসা প্রসঙ্গে শনিবার সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'এসব ঘটছে, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করছেন, তিনি আসন্ন নির্বাচনে ভোট পেতে মুসলিমদের মেরুকরণ করতে চান।'

সুকান্ত মজুমদার আরও বলেছেন, 'মমতা শিক্ষকদের চাকরি হারানোর বিষয়টি থেকে জনগণকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র করছেন। হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য যদি ৩৫৫ এবং ৩৫৬ ধারা বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়, তাহলে সরকারকে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি (কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ) বাংলার নেতাদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছেন।'

শনিবার আগরতলার বিভিন্ন স্থানে হনুমান পূজার সূচনা করা হয়।

ধৃত ৭

● প্রথম পাতার পর

পূর্বেই বিষয়টি শান্ত হয়ে যায়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য গোটা এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনর, টিএসআর, সিআরপিএফ ও বিএসএফ মোতায়েন রয়েছে। এদিকে, কৈলাসহরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি কে কেন্দ্র করে জেলা পুলিশ সুপার ও কংগ্রেস নেতা বদরুজ্জামানের মধ্যে বাকযুদ্ধ। এদিন সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে ডিআইজি রথীরঞ্জন দেবনাথ বলেন, ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবীতে কৈলাসহর কুবঝার এলাকায় মিছিল বের করা হয়েছিল। কিন্তু মিছিলের পেছন দিক থেকে পুলিশের ইট ছুঁড়া হচ্ছিল। তাতে গুরুতর আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী। মিছিলকারীদের মধ্যে হাতাহাতি খন্ড যুদ্ধ। আহত বেশ কয়েকজন। পরে কাঁদানো গ্যাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করবে পুলিশ।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

দশবার ফোন করেছি, কিন্তু তিনি উত্তর দেননি। যদি এভাবে পরিস্থিতি চলতে থাকে, আমি অভিভাবকদের সাথে মন্ত্রীর চেম্বারের সামনে ধর্ণায় সামিল হব। তাঁর কথায়, আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সবার আগে। প্রয়োজনে আমি অভিভাবকদের লড়াইয়ে যোগ দেব। এদিকে, পুলিশী হস্তক্ষেপে এবং অভিভাবকদের আশ্বস্ত করার পরে অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল করা হয়েছে জিষ্ণু দেববর্মাকে। জনজাতিদের রীতিনীতি, কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষায় এই সরকার খুবই আন্তরিক। তাদের যাতে কোন সমস্যা না হয় সেটা নিশ্চিত করবে সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা করেছে। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের জনজাতিদের সম্মানে ৭ জন জনজাতি ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেছেন। যা এরআগে কখনো দেখা যায় নি। আমরা চাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আমরা এবারের বাজেটে জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র রক্ষায় আর্থিক সংস্থান রাখার ব্যবস্থা করেছি। রাজ্যের পুরনো সংস্কৃতি যাতে হারিয়ে না যায় সেই ব্যবস্থা করছে সরকার। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গত এক বছরে ৫০১টি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসুচি করা হয়েছে। ১২২টি ইভেন্ট করা হয়েছে এবং ১০১টি সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সাংস্কৃতিক কর্মসুচি করার জন্য সহায়তা করা হয়েছে। গত নভেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত ৩৩০ জন শিল্পীকে রাজ্যের বাইরে পাঠানো হয়েছে। যারমধ্যে অধিকাংশ জনজাতি অংশের ছেলেমেয়ে।

অনুষ্ঠানে ডাঃ সাহা বলেন, ডোনার মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় ত্রিপুরায় কালচারাল হাব গড়ে তোলা হবে। এজন্য সাড়ে ৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা, ললিত কলা একাডেমি, সঙ্গীত নাটক একাডেমি, সাহিত্য একাডেমি রয়েছে। এতে ছেলেমেয়েদের বিভিন্নভাবে সুবিধা হচ্ছে এবং তারা ভবিষ্যত গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করছে। জনজাতিদের উন্নয়নে এবারের বাজেটে প্রচুর আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছে। বাজেটের হিসেব ছাড়াও আরো বিভিন্নভাবে তাদের উন্নয়নে প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। জনজাতিদের এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের চেষ্টা করছে সরকার। সেই সঙ্গে তাদের জীবন মানের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। জনজাতি ছেলেমেয়েদের দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্যও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, সমবায় মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, এডিসির কার্য্যনির্বাহী সদস্যা ডলি রিয়াং, এডিসি সদস্য কংজং মগ, গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। দুদিন ব্যাপী এই উৎসব চলবে রবিবার পর্যন্ত। উৎসবকে ঘিরে নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে আয়োজক সংস্থার দুটি ম্যাগাজিন ও বাৎসরিক পত্রিকার আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

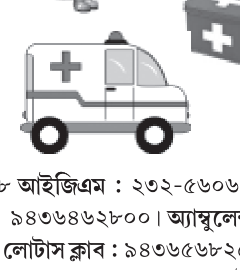

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডোপিং: জ্যাভলিন থ্রোয়ার ডিপি মানু ৪ বছরের জন্য নিষিদ্ধ

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : নিষিদ্ধ পদার্থ মিথাইলটেস্টোস্টেরনের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষার পর শনিবার জাতীয় ডোপিং-বিরোধী সংস্থা (নাডা) জ্যাভলিন থ্রোয়ার ডিপি মানুকে ৪ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে। ২০২৩ সালের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন এবং বুদাপেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছিলেন, ২৫ বছর বয়সী মানুকে ২০২৪ সালের এপ্রিলে বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স ১-এর সময় পরীক্ষা করা হয়েছিল যেখানে তিনি ৮১.৯১ মিটার থ্রো করে প্রতিযোগিতাটি জিতেছিলেন।

নাডা তার নমুনায় অ্যানাবলিক-অ্যান্ড্রোজেনিক স্টেরয়েডের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে। পঞ্চকুলায় জাতীয় আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আগে নাডা তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছিল। নাডার অ্যান্টি-ডোপিং ডিসিপ্লিনারি প্যানেল কর্তৃক প্রকাশিত অনুমোদিত ক্রীড়াবিদদের সর্বশেষ তালিকা অনুসারে, মনুর মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৩ মার্চ ঘোষণা করা হয়েছিল। তার নিষেধাজ্ঞা ২৪ জুন, ২০২৪ থেকে পূর্ববর্তী সময়ে শুরু হবে।

বিশ্বস্ততার সঙ্গে শিবাজি মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করছে কেন্দ্র : অমিত শাহ

রায়গড়, ১২ এপ্রিল (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার জোর দিয়ে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও মহারাষ্ট্র সরকার উভয়ই ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ঐতিহাসিক পীঠস্থান রায়গড় দুর্গকে দেশের যুবসমাজের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মহারাষ্ট্রের রায়গড় দুর্গে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ৩৪৫-তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের স্থায়ী বার্তা ছিল, স্বরাজের (স্বশাসন) জন্য লড়াই কখনও থামানো উচিত নয়। তিনি আরও বলেন, এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বস্ততার সঙ্গে শিবাজি মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করছে এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ভারতকে আশার আলো হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে।

বিজেপি সংবিধানকে দুর্বল করছে, ফের আক্রমণ অখিলেশের

এটাওয়া, ১২ এপ্রিল (হি.স.): ফের একবার বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি সংবিধানকে দুর্বল করছে। শনিবার উত্তর প্রদেশে এটাওয়াতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ বলেছেন, বিজেপি সংবিধানকে দুর্বল করছে। আমরা বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের দেখানো পথ অনুসরণ করে ভারতকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কাজ করব। বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের দেওয়া সংবিধান আমাদের মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের পথ দেখায়।'

পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সম্প্রীতির জায়গা : শুভঙ্কর সরকার

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে মুর্শিদাবাদ-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসার তীব্র নিন্দা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। শনিবার তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সম্প্রীতির জায়গা। এদিন কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভঙ্কর বলেছেন, 'বাংলায় এটা হওয়া উচিত ছিল না। বাংলা শান্তি ও সম্প্রীতির জায়গা। আমি বাংলা এবং মুর্শিদাবাদের জনগণের কাছে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার আবেদন জানাচ্ছি। ২০২৬ সালে বাংলায় নির্বাচন আছে, এই কথা মাথায় রেখে, বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের সুবিধার জন্য এই পরিস্থিতির রাজনীতি করতে চায়। এই লোকেরা ধর্ম ও বর্ণ ব্যবহার করে ভোট পেতে চায়। সকলেরই এর বিরোধিতা করা উচিত।'

শিরোমণি অকালি দলের গুরুদায়িত্বে সুখবীর, আবারও হচ্ছেন সভাপতি

চন্ডীগড়, ১২ এপ্রিল (হি.স.): শিরোমণি আকালি দলের (এসএডি) সভাপতি হচ্ছেন সুখবীর সিং বাদল। শনিবার শিরোমণি আকালি দল "এক্স" হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে, 'পঞ্জাবের উন্নয়ন পুরুষ সুখবীর সিং বাদলকে শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি হওয়ার জন্য অভিনন্দন। সুখবীর সিং বাদল যেন দৃঢ়ভাবে পন্থ এবং পঞ্জাবের অধিকার রক্ষা করেন এবং পঞ্জাবকে আবার সমৃদ্ধ করেন।'

শনিবার অনুষ্ঠিত দলের নির্বাচনী সভায় শিরোমণি আকালি দলের (এসএডি) সভাপতি হিসেবে সুখবীর সিং বাদলকে পুনঃনির্বাচিত করা হয়েছে।এটি বাদলের জন্য আরেকটি মেয়াদ, যিনি দলের বর্তমান কার্য্যকরী সভাপতি বলবিন্দর সিং ভুন্দরের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

সংবিধানের ৩৫৫ ধারা প্রয়োগ করার দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): "আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবি করছি, অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকায় সংবিধানের ৩৫৫ ধারা প্রয়োগ করা হোক। কারণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শুধরোনোর কোনও সদিচ্ছা রাজ্য পুলিশের নেই।' শনিবার এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুক্রবার বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে জখম হন ফারাক্কার এসডিপিও। জঙ্গিপুরের ধুলিয়ানে বিক্ষোভ চলাকালীন কিছু মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমানকে। তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, সাংসদের অফিসেও হামলা চলেছে। খলিলুর বলেন, "আমি তখন সাজুর মোড় পার হচ্ছিলাম। বিক্ষোভকারীরা আমাকে ঘিরে ধরে গালাগালি করে। কোনও সংগঠনের পতাকা বা নেতা সেখানে ছিল না। পরে পুলিশ আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।"

শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলার পরিস্থিতি চিন্তাজনক হয়ে ওঠায় সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথার পাল্টা শুভেন্দুবাবু বলেন, 'এ হল সরকারের মদতপুষ্ট অশান্তি। এই হিংসার আগুন ছড়াতে সরকারি দল উস্কানি ও উৎসাহ দিয়েছে। এখন পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে দেখে শান্তির কথা বলছে।"

গেল শিশুর

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে এম্বুলেন্সেই তার মৃত্যু হয়। স্বাধীনতার ৭৭ বছর পার হলেও কুসংস্কার আচ্ছন্ন এই সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এরেই বিষময় ফল ভোগ করতে হচ্ছে মানুষকে।

কুয়োয় পড়ে মায়ের সঙ্গে মেয়ের মৃত্যু

ভীলওয়াড়া, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানের ভীলওয়াড়া জেলায় শুক্রবার গভীর রাতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে দেবখেড়া গ্রামে। মধ্যরাতে কুয়োয় পড়ে রতনি দেবী (৩২) ও তার মেয়ে রভিনা (৭)-র মৃত্যু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে , রতনি সার দিতে জমিতে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল মেয়ে রভিনা। রাত হয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খুঁজতে গিয়ে কুয়োর পাশে রতনির জুতো দেখতে পান। পুলিশ ও গ্রামবাসীদের সহায়তায় রাতেই দুজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। শনিবার সকালে পুলিশ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

বিধানসভায় আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার মরদেহে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। শনিবার এই খবর পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে, তার আগে প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। দলীয় সূত্রে এই খবর জানানো হয়েছে যে, রাজ্য বিধানসভাতে মরদেহ পৌঁছয়। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রতি এদিন সকাল ১১টা নাগাদ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় বলে বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রয়াগরাজে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মন্দিরগুলিতে ভক্তদের ভিড়

প্রয়াগরাজ, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ জেলায় হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে প্রয়াগরাজের সঙ্গম এলাকায় অবস্থিত হনুমান মন্দির-সহ বিভিন্ন জনবহুল স্থানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শনিবার সকাল থেকেই সঙ্গম-সহ বিভিন্ন স্নানঘাটে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

পুলিশের এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক জানান, হনুমান জয়ন্তীর দিনে সঙ্গমে অবস্থিত হনুমান মন্দির এবং আশেপাশের এলাকায় ঘুরে শান্তি ও আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি, ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, শহরের অন্যান্য হনুমান মন্দির সংলগ্ন এলাকাতেও পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

নাগরিক আটক

● প্রথম পাতার পর

(৪১)। তার কাছ থেকে চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে, যার মধ্যে তিনটি অ্যান্ড্রয়েড ও একটি কিপ্যাড মোবাইল রয়েছে। জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বিলোনিয়া রেল স্টেশনে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ জওয়ানরা তাকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরে বিলোনিয়া থানায় হস্তান্তর করলে থানা পুলিশ বিষয়টি জিআরপি থানার আওতাধীন হওয়ায় তাকে জিআরপি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্সিসকে জিআরপি থানার হাতে তুলে দেয় বিএসএফ।প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ফ্রান্সিস জানায়, সে ২০১৯ সালে ভারতে প্রবেশ করে এবং সাইবার ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ২০২১ সালে চণ্ডীগড় পুলিশ তাকে এক সাইবার অপরাধ মামলায় গ্রেফতার করে এবং প্রায় তিন বছর চণ্ডীগড় জেলে কাটাতে হয় তাকে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে মুক্তি পাওয়ার পর দিল্লি সহ বিভিন্ন শহরে অবস্থান করছিল সে।ফ্রান্সিস জানায়, বর্তমানে তার স্ত্রী ও সন্তান নাইজেরিয়ায় রয়েছে। সে নিজের দেশে ফেরার পরিকল্পনায় ছিল এবং এক নাইজেরিয়ান বন্ধুর পরামর্শে বাংলাদেশ হয়ে নাইজেরিয়ায় ফিরে যেতে চেয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যে ট্রেনে করে দিল্লি থেকে আগরতলা হয়ে বিলোনিয়া রেল স্টেশনে আসে এবং পরিকল্পনা ছিল সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার।জিআরপি থানার ওসি মৃণাল কান্তি ভৌমিক জানান, ধৃত নাইজেরিয়ান নাগরিকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় এবং পাসপোর্ট আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাকে আজ বিলোনিয়া আদালতে তোলা হয়েছে।বিলোনিয়ার মত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এমন এক আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধীর ধরা পড়ায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, আদালত কীভাবে এই বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

আইডি কার্ড পাওয়া গিয়েছে। তাতে নাম লেখা স্বপন দাস। বাড়ি তেলিয়ামুড়া। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

টিএসআর জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সকালে জিরানিয়া রেলস্টেশনের কাছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন বাবুল দেবনাথ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

জানা গেছে, পারিবারিক জীবনে দীর্ঘদিন ধরেই নানা সমস্যা চলছিল বাবুল দেবনাথের। দ্বিতীয় বিয়ের পরেও সে সমস্যা কাটেনি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বাবুল দেবনাথ তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে আলাদা থাকতেন। তাঁর মা পুত্রবধূর বিরুদ্ধে অর্থ আদায়ের অভিযোগ এনেছেন। তবে পাল্টা বক্তব্যে স্ত্রী দাবি করেছেন, তাঁর স্বামী দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা অনেক আগেই তৈরি হয়েছিল।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জিরানিয়া থানার পুলিশ। আত্মহত্যার পেছনে প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বলতে কিছুই নেই

● প্রথম পাতার পর

হতেন, এখন কলেজে ঢুকে অধ্যাপককে পর্যন্ত নিগৃহীত করা হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে রাজ্যে আইনের শাসন বলতে কিছু নেই। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে বলে তিনি গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। কলেজের ঢুকে অধ্যাপক কে নিগৃহীত করার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইননুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

আটক দুই

● প্রথম পাতার পর

এবং মোঃ জুবের আহমদ, করিমগঞ্জ, আসামের বাসিন্দা। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যসহ আটক ব্যক্তিদের আরও তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ডিআরআই-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই অভিযানটি মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আসাম রাইফেলসের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে নির্দেশ করে।

অস্ত্র ছাড়ার সিদ্ধান্ত, ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ ৮ কুখ্যাত মাওবাদীর

রায়পুর, ১২ এপ্রিল (হি.স.): শনিবারই ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে ৩ মাওবাদীর, আর এদিনই ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় অস্ত্র ছেড়ে মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৮ জন মাওবাদী। এই ৮ মাওবাদীর মধ্যে দু"জনের মাথার দাম ছিল ৫০ হাজার টাকা।

দান্তেওয়াড়ায় "লোন ভারাতু" অভিযানের অধীনে আত্মসমর্পণ করেছে মাওবাদীরা। পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর সামনে আত্মসমর্পণকারীরা হল সিএনএম, ডিএকেএমএস, জিআরডি, কেএএমএস, ছাত্র সংগঠন এবং ভূমি কাল মিলিশিয়ার সদস্য। ছত্তিশগড় সরকারের পুনর্বাসন নীতির অধীনে, তারা আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং জমির সুবিধা পাবে।

উত্তর প্রদেশে খননের সময় উদ্ধার প্রাচীন হনুমান মূর্তি

সুলতানপুর, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের সুলতানপুর জেলায় হনুমান জয়ন্তীতে খননের সময় উদ্ধার হল প্রাচীন হনুমান মূর্তি। ফুলপুর গ্রামে শনিবার খননের সময় প্রাচীন হনুমান মূর্তি উদ্ধার হয়। খননস্থলে ভক্তদের ভিড় জমে যায়। জানা গিয়েছে, সুরেশ পাণ্ডের বাড়ির সামনে খননের সময় শ্রমিকরা মূর্তি উদ্ধার করে। পুজো-অর্চনা শুরু হয়।

"ন্যূনতম লজ্জা থাকলে পদত্যাগ করুন", দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): "নূন্যতম লজ্জা থাকলে পদত্যাগ করুন। রাজ্যে অরাজকতার আগুন জ্বেলে দিয়ে রাজনীতির রুটি সেঁকছেন আপনি।" শনিবার এক্সবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে এই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি লিখেছেন, "উস্কানি আপনি দিয়েছেন তাই দায় আপনার, এখন পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে বিপাকে পড়ে আবেদন জানাচ্ছেন।

তবে শুনে রাখুন, আপনার সৃষ্টি করা এই ধ্বংসকারী উন্মাদরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, ওরা আপনার ওপর নির্ভরশীল নয় বরং আপনি ওদের ওপর নির্ভরশীল, তাই ওদের বয়ে গেছে আপনার আবেদন শুনতে। আর একটা বিষয় জেনে রাখুন আপনার ছাপ্পা মেরে জেতা বিধায়ক সাংসদদের হাতে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, গোটা মুর্শিদাবাদ ও মালদার মৌলবাদী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ এখন পিএফআই, সিমি ও আনসারুল বাংলা টিমের মতো জঙ্গি সংগঠনের হাতে।"

গম কাটার মেশিনে আটকে যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

সিরোহি , ১২ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার সকালে রাজস্থানে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে আবু রোড থানার তালওয়ার নাকা এলাকায়। মৃতের নাম নাথুরাম (১৮)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , এদিন সকালে জমিতে গম কাটার সময়ে মেশিনে আটকে মৃত্যু হয় যুবকের। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পরম্পরা

● প্রথম পাতার পর

ইচ্ছে পূরণ হয় না। রবিবার ও সোমবার এই দুইদিন হাতে। তারপরেই বাংলার নববর্ষ অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ। তবে এইসব কেনাকাটার মাঝেও বাঙালি তাদের চিরাচরিত খাবারের জন্য নিত্যদিনের বাজারগুলিতে ব্যস্ত থাকেন কাঁঠাল পাচনের যাবতীয় আইটেম কেনার জন্য। শনিবার দেখা গেল তারই এক ঝলক। রবিবার বার বিশু পরের দিন মহা বিশু। এই দুই দিন নানা ধরনের পাচন রান্না করার উপঢৌকন নিয়ে মা মাসিরা ব্যস্ত থাকেন। একেই বলে বাঙালির বারো মাসের ১৩ পর্বন। নতুন বছরের পাশাপাশি খাবার-দাবারেও বাঙালির ঐতিহ্যের পরম্পরা চলে আসছে আজও। শুধু বাঙালি নয় মিশ্র জনজাতির এই রাজ্যে বিজু গড়িয়া গাজন কামাইলের তালে তালে সংস্কৃতির পাশাপাশি কৃষ্টি ও মানুষকে এক করে দিয়েছে। এটাই এ রাজ্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ফলে জাতীয় উপজাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মেলবন্ধনে তৈরি হয় বাংলার নববর্ষ। যা ইংরেজি নববর্ষের আধুনিকতাকেও হার মানিয়ে দেয়। এই নববর্ষ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারে কাছে না থাকলেও একে অপরের মিলনে চরক মেলা বিজুবিহু ও রঙ্গলির মেলবন্ধন আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তি এসো আমার ঘরে এসো।

এদিকে, প্রতিবছরের মতো এবছরও গন্ডাছড়া মহাশ্মশান ঘাটে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী চড়ক পূজা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা এলাকার মানুষের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। সর্বানন্দ সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে শ্রীমহন্ত দিব্যানন্দ গিরিজি মহারাজের উদ্যোগে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।তার নেতৃত্বে এবারও চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন তার একনিষ্ঠ শিষ্য গণেশানন্দ গিরি মহারাজ।

চড়ক পূজাকে সামনে রেখে আশ্রমের সন্ন্যাসী ভক্তরা ইতোমধ্যেই শুরু করেছেন ভিক্ষাবাসী, যা এই পূজার একটি অন্যতম প্রস্তুতি পর্ব। দিনে তারা বান-পাট করে এবং রাতে কালী-মহাদেবের নিত্য পরিবেশন করেন। এভাবেই তারা বিভিন্ন বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করছেন ঠাকুরের সেবার উপকরণ ও পূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য। ভক্তদের এই নিষ্ঠা ও পরিশ্রমই প্রকাশ করে তাদের অগাধ বিশ্বাস ও আত্মনিবেদন।

চড়ক পূজা মূলত একটি কষ্টসাধ্য উপাসনার রীতি। গণেশানন্দ গিরি মহারাজ বলেন, এই পূজায় ভক্তরা শরীরের উপর নানা কষ্ট দিয়ে ভোলেনাথকে সন্তুষ্ট করেন। যারা যত বেশি শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারেন, তাদের ভক্তি ততই নিখাদ বলে বিবেচিত হয়। এটি একাধারে আত্মত্যাগ ও ত্যাগের পূজা, যেখানে ঈশ্বরের কাছে আত্মশুদ্ধির প্রার্থনা করা হয়।

এ পূজাকে সফল করে তোলার জন্য শ্রীমহন্ত দিব্যানন্দ গিরিজি মহারাজ এলাকাবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এই ঐতিহ্যবাহী পূজাটি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরও মহিমাময় হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল সংস্কৃতিক নিদর্শন হিসেবে রয়ে যাবে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের কাছে খবর গিয়েছে হোলাক্ষেত স্কুল পাড়া জমিতে এক মহিলার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পুলিশ পরবর্তী সময়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃতার নাম শিবানী দাস(৪৭)। ওই মৃতার দুই ছেলে এক মেয়ে রয়েছে। স্বামী অন্য জায়গায় থাকে। তাদেরকে খবর দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, মহিলার মুখে শরীরে আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের তরফ থেকে যদি লিখিত অভিযোগ না করা হয় তবে পুলিশের তরফ থেকে মামলা নিয়ে তদন্ত করবে বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন। ওই ঘটনায় এলাকা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

এদিকে, মহিলার এক আত্মীয় জানিয়েছেন, প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর শিবানীর দ্বিতীয় বিয়ে হলেও বাপেরবাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু মহিলা স্বামীর সঙ্গে গত কিছুদিন আগে কোন একটি বিষয় নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। দুই ছেলে বাড়িতে থাকে না। কিছু বছর আগে মেয়েরও বিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশী তদন্তে আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে ধারণা করছেন তিনি।

াঙ্গন

সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেটে আজ তিন মাঠে ৩টি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। আসরের চতুর্থ দিনে আগামীকাল (রবিবার) পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে অপরাজেয় কসমোপলিটন খেলবে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে। পরপর তিনটি ম্যাচে জয়ী হয়ে কসমোপলিটন জয়ের হ্যাটট্রিকের পর আগামীকাল চতুর্থ ম্যাচে খেলতে নামছে। পক্ষান্তরে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি-র এটি দ্বিতীয় ম্যাচ। গত বুধবার নিজেদের প্রথম খেলায় বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব, ইউনাইটেড বিএসটি-র কাছে ২৭৮ রানে পরাজিত হয়েছিল। আগামীকাল টি আই টি গ্রাউন্ডে পোলস্টার ক্লাব ও শতদল সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, পোলস্টার ক্লাবের পক্ষে এটি চতুর্থ ম্যাচ হলেও শতদল সংঘের পক্ষে তৃতীয় ম্যাচ। পোলস্টার এ পর্যন্ত দুটি ম্যাচে জিতে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে।

পক্ষান্তরে শতদল সংঘের অবস্থান একটু পিছিয়ে। এ পর্যন্ত দুটি ম্যাচের মধ্যে একটিতে জয় ছিনিয়ে আগামীকাল তৃতীয় ম্যাচে খেলতে নামছে।

শতদল সংঘ, চলমান সংঘ কে গত সোমবার ৮৩ রানে পরাজিত করেছিল। প্রথম ম্যাচে ৮ উইকেটে ওপিসি-কে এবং তৃতীয় খেলায় মৌচাক ক্লাবকে ৯৪ রানে পরাজিত করেছিল। আগামী কাল মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে মৌচাক ও চলমান সংঘের খেলা। মৌচাকের পক্ষে চতুর্থ ম্যাচের মাথায় জয়ের প্রথম প্রয়াস হলেও চলমান সংঘ কিন্তু এ পর্যন্ত দুই ম্যাচের মধ্যে একটিতে জিতে নিয়েছে ইউনাইটেড বি এস টি কে ১৩৮ রানে হারিয়ে। আগামীকালের ম্যাচে জয় ছিনিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইছে চলমান সংঘ।

ধরন বদলালেও নারাইনকে আউট করে উচ্ছ্বাস বদলালেন না দিগ্বেশ

দিগ্বেশ রাঠী। লখনউ সুপার জায়ান্টসের লেগ স্পিনার আইপিএলে নজর কেড়েছেন পারফর্ম করে। তবে আলোচনায় উঠেছেন দু'বার শাস্তি পেয়ে। উইকেট নেওয়ার পর ব্যাটারের মুখের সামনে 'নোটবুক সেলিব্রেশন' করে দু'বার জরিমানা দিয়েছেন। তবু মঙ্গলবার ইডেনে সুনীল নারাইনকে আউট করে একই ভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি।

তবে বদলেছেন ধরন।

প্রথম বার 'নোটবুক সেলিব্রেশন' করে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানা দিয়েছিলেন দিগ্বেশ। তা থেকে শিক্ষা নেননি।

দ্বিতীয় বার একই ভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করায় তাঁকে ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। করা হয় সতর্কও।

জানিয়ে দেওয়া হয়, তৃতীয় বার আইপিএলের আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গ করলে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করা হতে পারে। তবু ইডেনেও নিজের 'নোটবুক সেলিব্রেশন'-এ অবিচল থাকলেন লখনউয়ের স্পিনার।

ইডেনে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা নারাইনকে আউট করেছেন দিগ্বেশ। তার পর করেছেন 'নোটবুক সেলিব্রেশন'। তবে বদলেছেন ধরন। এত দিন আউট হওয়া ব্যাটারের কাছাকাছি বা মুখের সামনে গিয়ে হাতের তালুতে লেখার ভঙ্গি করছিলেন। এ দিন আর নারাইনের কাছে যাননি। নিজের আদর্শকে আউট করে মাঠের উপর লেখার ভঙ্গি করেন দিগ্বেশ।

নিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা এড়াতেই কি উচ্ছ্বাস প্রকাশের ধরন বদলালেন দিল্লির ২৫ বছরের তরুণ? না কি, নিজের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায়? স্পিনার দিগ্বেশের আদর্শ ক্যারাবিয়ান অলরাউন্ডার। নারাইনের সঙ্গে তাঁর বোলিং অ্যাকশনেরও মিল রয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে নারাইনকে নিয়ে নিজের মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন দিগ্বেশ। কলকাতায় খেলতে এসে আদর্শ ক্রিকেটারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন। বোলিং সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিয়েছেন।

মেসির গোলে হার বাঁচাল ইন্টার মায়ামি, জাতীয় দলের প্রাক্তন সতীর্থের রেকর্ডও ভাঙলেন লিয়ো

টরন্টো এফসির বিরুদ্ধে লিয়োনেল মেসিকে প্রথম একাদশে না রাখার কথা ভেবেছিলেন ইন্টার মায়ামি কোচ হ্যাভিয়ের ম্যাসচেরানো। অথচ সেই মেসির গোলেই হার বাঁচাল তাঁর দল। টরন্টোর বিরুদ্ধে গোল করে একটি নজিরও গড়েছেন এমএল ১০।ম্যাচের দু'টি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়। প্রথমে ৪৫+২ মিনিটে টরন্টোকে এগিয়ে দেন ফেডেরিকো বের্নারদেস্কি। ঠিক ৩ মিনিট পরেই দলকে মায়ামিকে সমতায় ফেরান মেসি। এ বারের মেজর লিগ সকারে এই নিয়ে চার ম্যাচে তিন গোল হয়ে গেল মেসির।এই ম্যাচ ড্র হওয়ায় পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকল মায়ামি। ছ'টি ম্যাচ খেলে মেসিদের পয়েন্ট এখন ১৪। সাত ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে কলম্বাস ক্রু।আমেরিকার ক্লাবটির হয়ে ৪৪তম গোল করলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। তিনি ভেঙে দিলেন আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের প্রাক্তন সতীর্থ গঞ্জালো হিগুয়েনের রেকর্ড। তিনি মায়ামির হয়ে ৪৩টি গোল করেছিলেন। হিগুয়েন খেলেছিলেন ৬৭টি ম্যাচ। মায়ামির হয়ে ৩৯তম ম্যাচেই তাঁকে টপকে গেলেন মেসি।

আইপিএলে এ বার সঞ্জুর জরিমানা, পঞ্চম অধিনায়ক হিসাবে দিতে হল মোটা টাকা, আগের চার জন কারা

আইপিএলে একই ভুল বার বার করে যাচ্ছে রাজস্থান রয়্যালস। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার জরিমানা দিতে হল দলকে।

প্রথম তিনটি ম্যাচে অধিনায়ক ছিলেন রিয়ান পরাগ। তখন একটি ম্যাচে মন্থর বোলিংয়ের জন্য জরিমানা দিতে হয়েছিল তাঁকে। এ বার একই কারণে জরিমানা সঞ্জু স্যামসনের। সেই সঙ্গে শাস্তি পেতে হল গোটা দলকেও। আইপিএলে মন্থর গতিতে বল করার অভ্যাস কিছুতেই বদলাচ্ছে না রাজস্থানের।চলতি মরসুমে দ্বিতীয় বার এই ভুল করেছে রাজস্থান। প্রথম বার রিয়ানকে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। এ বার সঞ্জুকে জরিমানা করা হয়েছে ২৪ লাখ টাকা। দলের বাকি ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ বা ৬ লাখ টাকার মধ্যে যেটি বেশি, সেই পরিমাণ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।বুধবার অহমদাবাদে গুজরাতের বিরুদ্ধে চলতি মরসুমে দ্বিতীয় বার নেতৃত্ব দিতে নেমেছিলেন সঞ্জু।

ম্যাচটি ৫৮ রানে হেরেছেন তাঁরা। ম্যাচের পরে শাস্তিও এড়াতে পারলেন না।

এক বিবৃতিতে আইপিএল জানিয়েছে, শৃঙ্খলাবিধির ২.২২ ধারা ভেঙেছেন সঞ্জু। চলতি আইপিএলে সঞ্জু পঞ্চম অধিনায়ক, যিনি মন্থর ওভার রেটের জন্য শাস্তি পেলেন।

এর আগে জরিমানা করা হয়েছে হার্দিক পাণ্ড্য, রিয়ান, ঋষভ পন্থ এবং রজত পাটীদারকে।এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকায় সাতে রয়েছে রাজস্থান।

পাঁচটি ম্যাচ খেলে তারা দু'টি জিতেছে, তিনটিতে হেরেছে। এ বার তাদের লড়াই বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে, যে ম্যাচ হবে ১৩ এপ্রিল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

প্রবোধ রঞ্জন দত্ত-র স্মরণে শোক সভা শুরু হলো র‍্যাটিং দাবা প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় রাউন্ড শেষে শীর্ষে রয়েছেন ২৩ জন দাবাড়ু। প্রবোধ রঞ্জন দত্ত স্মৃতি দ্বিতীয় বর্ষ রাজ্য অ্যামেচার রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায়। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে এন এস আর সি সি- র দাবা হল ঘরে শুরু হয় তিন দিনব্যাপী আসর শনিবার থেকে। এদিন প্রথম রাউন্ড শুরু হওয়ার আগে ত্রিপুরা রাজ্যের দাবার প্রাণ পুরুষ তথা সংগঠক এবং আরবিটার স্বর্গীয় প্রবোধ রঞ্জন দত্তের প্রয়াণে শোক সভা পালন করা হয়। এক মিনিট নিরবতা পালন ও পুষ্প স্তবক প্রদানের মাধ্যমে শোকজ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক সহ সংস্থার কর্তারা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আসরের অংশ নেওয়ার দাবাড়ু এবং তাদের অভিভাবকরা। সংবাদ লেখা পর্যন্ত তৃতীয় রাউন্ডের খেলা শুরু হয়েছে। আপাতত দ্বিতীয় রাউন্ড শেষে ২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন রমেশ কলই, কিংশুক দেবনাথ, সাক্ষ্য সিনহা মোদক, অনুপম নাথ, মেহেদ্বীপ গোপ, সুমিত ধর, সোমরাজ সাহা, আরাধ্যা দাস, রুদ্রনীল দেবনাথ, প্রতিরূপ পাল, দিব্যজ্যোতি সরকার, অগ্রজিত পাল, অভিজিৎ চৌধুরী, দীপ্তনীল দেব, অভিনব নাথ, প্রজ্ঞান দাস, প্রসেনজিৎ নমঃশূদ্র, অর্ণব বর্মা, দত্ত মেগনাস, শুভ্রস্মিতা দাস, স্বস্তিক মজুমদার এবং অভ্রনীল দে। দেড় পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ৬ জন দাবাড়ু। আসর পরিচালনা করছেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য্য। রবিবার আরও তিন রাউন্ডের খেলা হবে। এবারের আসরে অংশ নিয়েছে ১০৫ জন দাবাড়ু।

শাস্তির কবলে পাঞ্জাব ক্রিকেটার

তাঁর দল জিতলেও ছন্দে নেই তিনি। সিএসকে'র বিরুদ্ধে মাত্র ১ রান এসেছে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ব্যাট থেকে। এর মধ্যেই তাঁর জন্য দুঃসংবাদ। শাস্তির কবলে পড়লেন পাঞ্জাব কিংস তারকা। আইপিএলের আচরণবিধি লঙ্ঘন করে বিরাট জরিমানা দিতে হবে অজি অলরাউন্ডারকে নম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে তাঁর। সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে লেভেল ওয়ান অপরাধ করেছেন তিনি। বিবৃতিতে বলা হয়, 'আইপিএলের ২.২ ধারায় লেভেল ওয়ান অপরাধের দায় স্বীকার করেছেন ম্যাক্সওয়েল। ম্যাচ রেফারি যে শাস্তি দিয়েছেন, তা মেনে নিয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক।'

কী রয়েছে কোড অফ কন্ডাক্টের ২.২ ধারায়? অক্রিকেটীয় কোনও আচরণ এই ধারায় গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন উইকেটে আঘাত বা লাথি মারা, অসংযত আচরণ করা, মাঠ বা ড্রেসিংরুমের কোনও সরঞ্জামের ক্ষতি করা, বিজ্ঞাপন বোর্ড ভেঙে ফেলা, বাউন্ডারি ফেন্সের ক্ষতি ইত্যাদি। তবে ঠিক কোন কারণে ম্যাক্সওয়েলকে শাস্তি পেতে হল, এ ব্যাপারে কোনও কিছুই স্পষ্ট বলা হয়নি। উল্লেখ্য, ম্যাক্সওয়েল ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও পেয়েছেন রাচীন রবীন্দ্রর উইকেট। আপাতত তাঁর দল চার ম্যাচের তিনটিতে জিতে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে।

আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য সম্প্রতি জরিমানা করা হয়েছিল গুজরাট টাইটান্স বোলার ইশান্ত শর্মারও। চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত মোট ৭ জনের শাস্তি হয়েছে। ম্যাক্সওয়েল, ইশান্ত ছাড়াও লখনউয়ের স্পিনার দিগ্বেশ রাঠির যেমন

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে আজ ৬ সাব ডিভিশনের ৬ মাঠে ৬টি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে প্রথম দিনে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলেও দুটি খেলা কিন্তু দুই মাঠে বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়েছে। চারটি দল প্রতিটি দুই-দুই করে পয়েন্ট ভাগ করে পেয়েছে। শনিবার বিরতির পর, আগামীকাল (রবিবার) পুনরায় রাজ্যের ছটি সাব ডিভিশনে, ছয়টি মাঠে টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। বিশালগড়ে সদর বি খেলবে কাঞ্চনপুর মহকুমা দলের বিরুদ্ধে। সদর বি-র পক্ষে এটি দ্বিতীয় ম্যাচ। লক্ষ্য রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার। প্রথম ম্যাচে সদর বি আট উইকেটের ব্যবধানে জিরানিয়াকে পরাজিত করেছিল। কাঞ্চনপুর মুখিয়ে রয়েছে আগামীকাল জয়ের মধ্য দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করতে।

তেলিয়ামুড়া মাঠে জিরানিয়া এবং খোয়াই পরস্পরের মুখোমুখি হবে। দু-দলের কাছে এটি দ্বিতীয় ম্যাচ। খোয়াইয়ের লক্ষ্য রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার। প্রথম ম্যাচে আমবাসাকে ৫ উইকেটে পরাজিত করেছিল। জিরানিয়া প্রথম ম্যাচে হার স্বীকার করলেও আগামীকাল প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে চাইছে। উদয়পুরের জামজুরি মাঠে মোহনপুর খেলবে সদর-এ দলের বিরুদ্ধে। প্রথম ম্যাচে সোনামুড়াকে ১৫৩ রানে হারিয়ে আগামীকাল চাইছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে। মোহনপুরের লক্ষ্য রয়েছে দ্বিতীয় ম্যাচে আগামীকাল প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে।

বিলোনিয়া মাঠে সোনামুড়া ও গন্ডাছড়া পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। এটি সোনামুড়ার পক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ হলেও গন্ডাছড়া আগামী কাল প্রথম মাঠে নামছে। শান্তিরবাজার মাঠে উদয়পুর ও অমরপুর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। সাব্রুম মাঠে বিলোনিয়া খেলবে শান্তির বাজারের বিরুদ্ধে। গ্রুপ ডি এর হয়ে চার দল-ই আগামীকাল প্রথম মাঠে নামছে।

চেন্নাইকে নিয়ে নয় ছয়ে সেঞ্চুরি

তিনি প্রথম শিরোনামে আসেন দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরে। আইপিএল মহা নিলামে প্রিয়াংশ আর্যকে ৩.৮ কোটি টাকায় কিনে নিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস। কিন্তু রাজস্থানের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হওয়ার পর মুষড়ে পড়েছিলেন। সেখান থেকে রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরিতে কামব্যাক। যার নেপথ্যে আছে পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের পরামর্শ।

মঙ্গলবার ঘরের মাঠে মাত্র ৩৯ বলে শতরান করে ফেললেন তরুণ ওপেনার। একদিকে যখন একের পর এক উইকেট পড়ছে, তখন ৭টা বাউন্ডারি এবং ৯টা ওভার বাউন্ডারিতে সাজানো ঝকঝকে ইনিংস উপহার দিলেন তিনি। আনক্যাপড ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্রুততম এবং আইপিএলের ইতিহাসে চতুর্থ দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকালেন প্রিয়াংশ। শেষ পর্যন্ত থামেন ৪২ বলে ১০৩ রানে।

যদিও রাজস্থানের বিরুদ্ধে আউট হয়েছিলেন শূন্য রানে। তারপর ভেঙে পড়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রেয়স বলছেন, "আমি ওর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলি। জোফ্রা আর্চারের বলে আউট হয়ে মন খারাপ করে বসেছিল। আমি চাই সবাই নিজের স্বাভাবিক খেলাটাই খেলুক। সবার থেকে সেই মানসিকতাটা চাই। আজ ও ভয়ডরহীন ভাবে সেই কাজটা করেছে। এটা আমার দেখা আইপিএলের অন্যতম সেরা ইনিংস।" কিন্তু কে এই প্রিয়াংশ আর্য? মা-বাবা দুজনেই শিক্ষক। প্রথমবার নজরে আসেন দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের মাধ্যমে। সেখানে সাউথ দিল্লি সুপারস্টারসের হয়ে ৬০৮ রান করেন। তার মধ্যে একটি ম্যাচে এক ওভারে ছয়টি ছক্কাও মারেন। সেখান থেকে আইপিএলে সেঞ্চুরি। কিন্তু তারপরও বিনয়ী প্রিয়াংশ। ম্যাচের পর তিনি বলছেন, "অবিশ্বাস্য অনুভূতি। দলের জন্য অবদান রাখতে পেরে খুব খুশি। শ্রেয়স ভাই বলেছিল, হাত খুলে খেলতে। আমি সেটাই করেছি।'

আইপিএলে রেকর্ড ধোনির

ফর্মে নেই দল। চলতি আইপিএলে পর পর চারটি ম্যাচ হেরেছে চেন্নাই সুপার কিংস। দল হারলেও নজর কাড়ছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ৪৩ বছর বয়সেও উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে স্টাম্প করছেন তিনি। আবার ঝাঁপিয়ে ক্যাচও ধরছেন। আইপিএলে রেকর্ড গড়েছেন ধোনি।

পঞ্জাব কিংসের ইনিংসের অষ্টম ওভারে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বল নেহাল ওয়াধেরার ব্যাটের কানায় লাগে। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা অশ্বিন ক্যাচ ধরেন। এটি আইপিএলে অশ্বিনের ১৫০তম ক্যাচ। আইপিএলের ইতিহাসে ধোনিই একমাত্র উইকেটরক্ষক, যিনি ১৫০টি ক্যাচ ধরেছেন। তাঁর পরে রয়েছেন দীনেশ কার্তিক। আইপিএলে ১৩৭টি ক্যাচ ধরেছেন তিনি।

চলতি মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ধোনির স্টাম্পিং দেখেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। মুম্বইয়ের সূর্যকুমার যাদবকে মাত্র ০.১২ সেকেন্ড স্টাম্প করেছেন ধোনি। পরের ম্যাচে বেঙ্গালুরুর ফিল সল্টকে তিনি স্টাম্প করেন ০.০৯ সেকেন্ড। এই বয়সেও তাঁর ক্ষিপ্রতা দেখে হতবাক হয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। এ বার আরও একটি রেকর্ড গড়লেন তিনি।

ব্যাট হাতেও দলকে জেতানোর চেষ্টা করেছেন ধোনি। শেষ দিকে নেমে ১২ বলে ২৭ রান করেছেন তিনি। মেরেছেন একটি চার ও তিনটি ছক্কা। চেন্নাইয়ের ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত রান করেছেন ৪৩ বছরের ধোনিই। তার পরেও হারের ধাক্কা খেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাঁকে।

প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২১৯ রান করে পঞ্জাব। শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয় হলেও ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য ৪২ বলে ১০৩ রান দলকে টেনেছেন। শশাঙ্ক সিংহ ৩৬ বলে ৫২ ও মার্কো জানসেন ১৯ বলে ৩৪ রান করেছেন। জবাবে ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২০১ রান করেছে চেন্নাই। ডেভন কনওয়ে ৪৯ বলে ৬৯ রান করেছেন। ১৮ রানে হেরেছে চেন্নাই। পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটি হেরে ২ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় নবম স্থানে রয়েছেন ধোনিরা।

ইডেনে উপস্থিত অলিম্পিয়ান, নাইট আবদারে তৈরি পিচ

ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও লখনউ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচ দেখতে কলকাতায় এসেছিলেন তিন বন্ধু। কিন্তু ৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ম্যাচ ৮ এপ্রিল হয়ে যাওয়ায় ম্যাচ দেখার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না। কারণ, সোমবার সকালেই তাঁদের ফিরে যাওয়ার বিমান। কিন্তু কলকাতায় এসে এক বার ইডেনটা দেখে যাবেন না? তাঁরা আবার লখনউ কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার ও ওপেনার মিচেল মার্শের বন্ধু।সেই তিন বন্ধুর গ্রুপে এক জন অলিম্পিক্সি পদক জয়ী সাঁতারু। তিনি টড পিয়ারসন। ২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছেন। ২০০৪ আথেন্স অলিম্পিক্সে রুপো পেয়েছিলেন। পিয়ারসন ক্রিকেটের ভক্ত। তিন বন্ধুকে দেখে জাস্টিন ল্যাঙ্গার নিজে ক্লাব হাউস গ্যালারির সামনে এসে ঠান্ডা জলের বোতল ছুড়ে দিলেন মাঠ থেকে। তাঁদের ক্যাচ নেওয়ার ভঙ্গি দেখে ল্যাঙ্গার বলেন, "তোমরা তো দেখছি স্লিপে ফিল্ডিং করতে পারবে?"ইডেনে রবিবাসরীয় দুপুরে দাবদাহের মাঝে এমনই কিছু মুহূর্ত তাপমাত্রা কমিয়ে দিল দু'দলের মাঝে। কেকেআর ও লখনউ ক্রিকেটাররা যে মঙ্গলবার একে অন্যের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন, বোঝার কোনও উপায় ছিল না। সুনীল নারাইনকে শেষ কবে হাসতে হাসতে মাঠে শুয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে, তা হয়তো আন্দ্রে রাসেলও মনে করতে পারবেন না। কিন্তু এ দিন ইডেনে ঋষভ পন্থের সঙ্গে মস্করার সময় নারাইন হাসতে হাসতে মাঠে গড়াগড়ি খেলেন। আবেশ খান, নিকোলাস পুরান, ডোয়েন ব্র্যাভো, পন্থ, রাসেল, নারাইন মিলে প্রায় এক ঘণ্টা গল্প করলেন নাইটদের নেটের পাশে। পন্থকে দেখলে মনেই হবে না তিনি এখনও পর্যন্ত আইপিএলের চারটি ম্যাচ মিলিয়ে মাত্র ১৯ রান করেছেন। ২৭ কোটির ক্রিকেটার এখনও পর্যন্ত ২৭ রানেও পৌঁছতে পারেননি। কিন্তু অনুশীলনে তাঁর মধ্যে বাড়তি কোনও তাগিদই লক্ষ্য করা গেল না। নেটে ব্যাট করলেন না। উইকেটকিপিং অনুশীলনও করলেন না। শুধুমাত্র সতীর্থদের সঙ্গে ফুটবল খেললেন। তার পরে গল্পে মেতে উঠলেন বাকিদের সঙ্গে।আগামী ম্যাচের পিচটাও ভাল করে দেখলেন ঋষভ। তার পরে রবি বিষ্ণোই ও দিগ্বেশ রাঠির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। এই পিচে যে বল ঘুরতে পারে, সেই বার্তাই কি পৌঁছে দিলেন? সি ভি বরুণও বেশ কিছুক্ষণ পিচ দেখেন। সূত্রের খবর, কেকেআরের আবদার অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে লখনউ ম্যাচের পিচ।শেষ ম্যাচে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে যে রকম পিচ ছিল, তার চেয়ে বাউন্স কিছুটা বেশি থাকতে পারে নতুন পিচে। কিন্তু স্পিনাররা যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। স্পিনের পাশাপাশি বল বাউন্সও করবে। শনিবার বিকেলে পিচে শেষ বার জল দেওয়া হয়। সেই জল শুকোতে রবিবার পিচের আচ্ছাদন তুলে দেওয়া হয়। সারা দিন ধরে রোদ পেয়ে পিচ শুষ্ক।এই বাইশ গজ কাদের সাহায্য করে সেটাই দেখার।

শনিবার রামনগর ৭'এ গ্রাম চলো অভিযানে মেয়র দীপক মজুমদার।

২৪শে বিহার সফর প্রধানমন্ত্রীর

পাটনা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ২৪ এপ্রিল বিহার সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে শনিবার প্রস্তুতি বৈঠক করলেন এনডিএ নেতারা। বিহারের মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা নীতিন নবীন বলেছেন, 'বিজেপি এবং এনডিএ-র পুরো দল প্রধানমন্ত্রীর আগমনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।' আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের টুইটের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'যদি আপনি কোনও গ্রামে যান এবং জিজ্ঞাসা করেন, বিহারকে আসলে কে ধ্বংস করেছে, তাহলে সবাই বলবে লালু পরিবার। লালু পরিবার এবং আরজেডি বিহারে দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি, জঙ্গল রাজ এবং অরাজকতার প্রতীক।' বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী বিহারে আসছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর কর্মসূচি সফল করতে পুরো এনডিএ একসাথে কাজ করবে। দেশের উন্নয়ন কীভাবে হওয়া উচিত সেই ধারণা নিয়ে এনডিএ কাজ করছে। সরকার সম্পূর্ণ যত্ন নিচ্ছে, বিহারের যুবকরা বাইরে না যায়, বিহারের মানুষ যেন কর্মসংস্থান পায়।'

চৈত্র সেলের আমেজে ভাঁটা মন্দার ছায়া তেলিয়ামুড়া বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ এপ্রিল: নববর্ষের আগমনের ঠিক আগে প্রতিটি বছরের মতো এবারও চৈত্র সেল ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে জমজমাট পরিবেশ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বাস্তব চিত্র বলছে ভিন্ন কথা। তেলিয়ামুড়া বাজার, যা বরাবরই উৎসবমুখর ভিড় ও বেচাকেনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, সেখানে এবার যেন সেলের রঙটাই ফিকে।বাজার ঘুরে দেখা গেছে, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর বেচাবিক্রিতে লক্ষণীয় ভাটা পড়েছে। বিশেষ করে কাপড়ের দোকানগুলিতে ক্রেতার অভাব স্পষ্ট। দোকানদারদের একাংশ জানাচ্ছেন, মূল্য হ্রাস করে নানা অফার দেওয়া সত্ত্বেও বিক্রি আশানুরূপ হচ্ছে না।ব্যবসায়ীদের অভিমত, একদিকে যেমন হাতে নগদ টাকার সংকট, অন্যদিকে অনলাইন কেনাকাটার প্রসারএই দুই-ই বাজারে মন্দার মূল কারণ হিসেবে কাজ করছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, দীর্ঘদিন ধরে রেগার মজুরি না পাওয়ায় সাধারণ মানুষের হাতে খরচ করার মতো অর্থের জোগান নেই।একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী বলেন, ''সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দোকানে বসে থাকি, অথচ অন্যান্য বছরের মতো দূরদূরান্ত থেকে ক্রেতাদের ভিড় দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।''এদিকে, নববর্ষ আর মাত্র দু'দিন দূরে। তবুও বাজারে নেই সেই চেনা কোলাহল, নেই উৎসবের উত্তাপ। ফলে ব্যবসায়ীরা একরকম হতাশ হয়েই বলছেন''এবার তেলিয়ামুড়ার চৈত্র সেল জমলো না।'

লরি ও মালবাহী অটোর সংঘর্ষে গুরুতর এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল : লরি ও মালবাহী অটোর সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন একজন। ওই ঘটনায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর পানিসাগর মূল সড়কে কৃষ্ণপুর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে।

গতকাল রাতে ধর্মনগর পানিসাগর মূল সড়কে কৃষ্ণপুর এলাকায় ১২ চাকা সিমেন্ট বোঝাই লরি এবং তিন চাকা মালবাহী আটোর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের ফলে গুরুতর আহত হয় অটো চালক। অটো চালক কুমারঘাট কাচারী ছড়ার বাসিন্দা নকুল চাকমা। এদিকে সংঘর্ষের পরেই লরিচালক ঘটনা স্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় সিমেন্ট বোঝাই লরির কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে আসলে লরি চালক ও ঘটনাস্থলে আসে। ঘটনার খবর যায় ধর্মনগর থানায়। খবর পেয়ে রাত্রিকালীন ডিউটিতে থাকা ধর্মনগর থানার পুলিশ অফিসার মানষ পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ এবং ডিএসএল বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। লরি চালক সহ অটো চালককে এবং সিমেন্ট বোঝাই লরি এবং মালবাহী অটো ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসে। , জানা যায় সিমেন্ট বোঝাই লরির চালক ধর্মনগর মহকুমার মিশন টিলা এলাকার বাসিন্দা সাইপুর রহমান বর্তমানে ধর্মনগর থানার হেফাজতে রয়েছে। জানা যায় লরিটি রং সাইটে চালানোর ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বাইক ও ই-রিকশার সংঘর্ষে আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল: বাইক ও ই-রিকশার সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে তিনজন ব্যক্তি। ওই ঘটনায় ধর্মনগর -পানিসাগর রোডের চারুবাসা কালীমন্দিরের সামনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে ধর্মনগর -পানিসাগর রোডের চারুবাসা কালীমন্দিরের সামনে একটি বাইক এবং ই-রিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাইক চালক, আরোহী এবং ই-রিকশা চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে দমকলকর্মীদের খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে জেলা হাসপাতালে।

সন্তানদের রেখে লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার নিয়ে লাপাতা বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১২ এপ্রিল : সোনামুড়া থানাধীন কুলুবাড়ি এলাকা থেকে এক গৃহবধূর রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, ওই তরুণী গৃহবধূর স্বামী বিদেশে কর্মরত। সম্প্রতি তিনি তার দুই সন্তানকে বাপের বাড়িতে রেখে গত বৃহস্পতিবার ব্যাংকে টাকা তোলার কথা বলে বেরিয়ে যান।কিন্তু রাত গড়িয়ে গেলেও তিনি বাড়িতে ফিরে না আসায় উদ্বেগে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। খোঁজখবর শুরু হয় বিভিন্ন জায়গায়। বিষয়টি জানানো হয় শ্বশুরবাড়ির লোকজনকেও। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ হওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ও সোনার গয়নাও ছিল। সন্দেহজনক এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহবধূর পরিবারের পক্ষ থেকে সোনামুড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান, দুর্নীতি ও জঙ্গলের রাজত্বের অবসান সহ একাধিক দাবিতে সবর ছাত্র বাম সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল: কর্মসংস্থান, দুর্নীতি ও জঙ্গলের রাজত্বের অবসান সহ একাধিক দাবিতে সবর হয়েছে ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ ছাত্র সংগঠন। আজ ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে অভয়নগর ইন্দ্রনগর লোকাল কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

টিওয়াইএফ-র এক ছাত্র নেতা বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে সর্বত্র দুর্নীতির ছেয়ে গেছে। তাছাড়া, ত্রিপুরায় বেকারত্ব জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার সমস্যা সমাধানে কেনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। তাই এরই বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ। তাই সংগঠনের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, কর্মসংস্থান, নেশা ও নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

রেগার মজুরির দাবিতে ডেপুটেশন ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ এপ্রিল: রেগা শ্রমিকরা ৬ মাস ধরে মজুরী পাচ্ছে না। আজ মজুরীর দাবীতে বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত ভারতচন্দ্র নগর আরডি ব্লক আধিকারিক অরিজিৎ পালের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলো ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বিলোনিয়া বিভাগীয় পরিষদ।

আজ বারোটায় বিলোনিয়া মনুরমুখ স্থিত ভারত চন্দ্র নগর আরডি ব্লক কার্যালয়ে গিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করে ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বিলোনিয়া বিভাগীয় পরিষদের এক প্রতিনিধি দল। দলে ছিলেন সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিধায়ক দীপংকর সেন, মহকুমা সম্পাদক সুবল রায়, সংগঠনের মহকুমা নেতৃত্ব বিপুল বৈদ্য , মৃদুল দত্ত , কানু চৌধুরী। চৈত্র সংক্রান্তির আগে ১৭ দিনের মজুরি রেগা শ্রমিকদের তুলে দেওয়ার দাবি জানানোর পর বিডিও অরিজিৎ পাল জানান ৮৫ লক্ষ টাকা দরকার রেগা মজুরীর জন্য। তবে সংক্রান্তির আগে মজুরী প্রদান সম্ভব নয়। সংক্রান্তির পরে দুই দিনের মজুরী পিডিএফ ফান্ডের টাকা থেকে করা হবে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দীপংকর সেন রেগার অব্যবস্থার কথা তুলে ধরে বলেন, বিরোধী দল জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বলে গালাগাল করেছে। এখন জনগণটের পাচ্ছে কাদের কথা আসল আর করা নকল।

শালবাগান আর্মি ক্যাম্পে প্রাক্তন সেনা জওয়ানদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল : শনিবার শালবাগান স্থিত আর্মি ক্যাম্পে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রাক্তন সেনা জওয়ানদের সম্মান জানাতে। পান্ডা ৫৭ ব্রিগেডের উদ্যোগে আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন বহু প্রাক্তন সেনা, তাঁদের পরিবার-পরিজন ও সামরিক আধিকারিকরা।

এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আয়োজিত হয় "স্পিয়ার কর্পস স্পেশাল এস.এম রেলি"। এর মাধ্যমে প্রাক্তন সেনা সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের অভাব-অভিযোগ এবং ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৫৭ ব্রিগেডের তরফে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনে কীভাবে সরকারি ভাবে প্রাক্তন সেনাদের আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায়, তা নিয়ে বিস্তৃত পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও প্রাক্তন সেনা জওয়ানদের স্ত্রী, বোন ও বীর মাতাদের কিভাবে আরও সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া যায়, সেই বিষয়েও বিশেষ আলোচনা হয় রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

অনুষ্ঠান জুড়ে দেশপ্রেম, কর্তব্যপরায়ণতা ও আত্মত্যাগের মূল্যবোধকে সম্মান জানানো হয়। উপস্থিত সকলেই প্রাক্তন সেনা সদস্যদের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

আইআইআইটি''র সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: আজ এনআইটি আগরতলার বিশ্বেশ্বরাইয়া অডিটোরিয়ামে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, আগরতলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুয়াহাটিস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি''র প্রাক্তন ডিরেক্টর প্রফেসর (ডা.) গৌতম বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলাস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি''র ডিরেক্টর প্রফেসর অভয় কুমার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনআইটি আগরতলার ডিরেক্টর প্রফেসর সরত কুমার পাত্রা, বোর্ড অফ গভর্নর্স এর সদস্যগণ, সিনেট''র সদস্যগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বোর্ড অফ গভর্নস''র চেয়ারম্যান প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ড. কনসাম হিমালয় সিং। আজ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোট ৩৩ জন ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রির শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এতে ২০২২-২৩ সালের ১৫ জন ছাত্রছাত্রী এবং ২০২৩-২৪ সালের ১৮ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তারা কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে বি টেক ডিগ্রি অর্জন করেছে।

টেট পরীক্ষার্থীদের বিশেষ কোচিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের উদ্যোগে জেলার অন্তর্গত যেসকল পরীক্ষার্থী আসন্ন টেট-টু পরীক্ষা-২০২৫ এ বসবে তাদের জন্য বিনামূল্যে তিনদিনের এক বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিলোনীয়ার বিদ্যাপীঠ সুবর্ণ জয়ন্তী হলে এই কোচিং শুরু হবে ১৭ এপ্রিল, চলবে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত। প্রতিদিনে সকাল ১১টা থেকে কোচিং শুরু হবে। কোচিং দেবেন আগরতলার একাডেমি সার্ভিসেস-এর অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ। আগ্রহী পরীক্ষার্থীদের এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক।

বিশালগড়ে প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও সিপাহীজলা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের সহযোগিতায় সম্প্রতি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিকভাবে ক্যান্সার সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা বিষয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত থেকে প্রাথমিকভাবে ক্যান্সার রোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার বিষয়ে রাজ্যে বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ক্যান্সার স্টেট প্রোগ্রাম আধিকারিক ডা. অরূপ রায় বর্মন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের নির্বাচিত চিকিৎসক, নার্সিং আধিকারিকদের ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেন। সিপাহীজলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

গন্ডাছড়া মহাশ্মশানে চৈত্র সংক্রান্তিতে ঐতিহ্যবাহী চড়ক পূজা, প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া,১২ এপ্রিল: প্রতিবছরের মতো এবছরও গন্ডাছড়া মহাশ্মশান ঘাটে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী চড়ক পূজা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা এলাকার মানুষের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। সর্বানন্দ সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে শ্রীমহন্ত দিব্যানন্দ গিরিজি মহারাজের উদ্যোগে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।তার নেতৃত্বে এবারও চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন তার একনিষ্ঠ শিষ্য গণেশানন্দ গিরি মহারাজ।

চড়ক পূজাকে সামনে রেখে আশ্রমের সন্ন্যাসী ভক্তরা ইতোমধ্যেই শুরু করেছেন ভিক্ষাবাসী, যা এই পূজার একটি অন্যতম প্রস্তুতি পর্ব। দিনে তারা বান-পাট করে এবং রাতে কালী-মহাদেবের নিত্য পরিবেশন করেন।এভাবেই তারা বিভিন্ন বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করছেন ঠাকুরের সেবার উপকরণ ও পূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য। ভক্তদের এই নিষ্ঠা ও পরিশ্রমই প্রকাশ করে তাদের অগাধ বিশ্বাস ও আত্মনিবেদন।চড়ক পূজা মূলত একটি কষ্টসাধ্য উপাসনার রীতি। গণেশানন্দ গিরি মহারাজ বলেন, এই পূজায় ভক্তরা শরীরের উপর নানা কষ্ট দিয়ে ভোলেনাথকে সন্তুষ্ট করেন। যারা যত বেশি শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারেন, তাদের ভক্তি ততই নিখাদ বলে বিবেচিত হয়। এটি একাধারে আত্মত্যাগ ও ত্যাগের পূজা, যেখানে ঈশ্বরের কাছে আত্মশুদ্ধির প্রার্থনা করা হয়।এ পূজাকে সফল করে তোলার জন্য শ্রীমহন্ত দিব্যানন্দ গিরিজি মহারাজ এলাকাবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, এই ঐতিহ্যবাহী পূজাটি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরও মহিমাময় হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল সংস্কৃতিক নিদর্শন হিসেবে রয়ে যাবে।

হনুমান জয়ন্তীকে সামনে রেখে আগরতলায় বিশেষ পূজার্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল: আজ চৈত্র পূর্ণিমা। আজকের দিনেই রাম ভক্ত হনুমানের জন্ম হয়েছিল। আজ পালিত হচ্ছে বছরের প্রথম হনুমান জয়ন্তী। ওই হনুমান জয়ন্তীকে সামনে রেখে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ বিশেষ পূজার্চনা।

প্রসঙ্গত, চৈত্র পূর্ণিমা ছাড়াও কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পালিত হয় হয় হনুমান জয়ন্তী। হনুমান জয়ন্তীতে বজরংবলীর আরাধনা করার শুভ সময় পড়ছে সকাল ৮টা ২ মিনিট থেকে, চলবে বেলা ১২টা ২৪ মিনিট পর্যন্ত। এরপর আবার বিকেল ৫.৩০ মিনিট থেকে সন্ধে ৭টা ২৪ মিনিট পর্যন্ত থাকবে শুভ সময়। হনুমান জয়ন্তীকে সামনে রেখে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ বিশেষ পূজার্চনা। দুর্গা চৌমুহনী সবজি মৎস্য ও ফল ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় হনুমান পূজা। সকালে পূজা এবং সন্ধ্যায় রাখা হয়েছে মহা প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা বলে জানান দুর্গা চৌমুহনী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তাপস ঘোষ।

অপরদিকে, রামনগর চার নম্বরের শেষ মাথায় সনাতন একতা মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত হয় হনুমান জয়ন্তী। সনাতন একতা মঞ্চের পুজোকে ঘিরে সন্ধ্যায় রয়েছে রাম সীতা লক্ষণকে নিয়ে শোভাযাত্রা পাশাপাশি রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হনুমান চল্লিশা পাঠ সহ একাধিক অনুষ্ঠান। এদিকে, উপস্থিত থাকবেন এলাকার বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেও জানান সনাতনী একতা মঞ্চের সভাপতি আশীষ পাল। পাশাপাশি আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় হনুমান জয়ন্তী।

গণ্ডাছড়ায় বিদ্যালয় ও হোস্টেল পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল : শিক্ষার আলো পৌঁছেছে প্রত্যন্তে। গণ্ডাছড়ায় বিদ্যালয় ও হোস্টেল পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। শিক্ষার পরিকাঠামো আধুনিকীকরণে জোর কদমে এগোচ্ছে বর্তমান সরকার। লক্ষ্য একটাইশিক্ষা হোক সবার জন্য সহজলভ্য, গুণগত এবং যুগোপযোগী। সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথ ধরে এবার গণ্ডাছড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস পরিদর্শন করলেন রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা শনিবার গণ্ডাছড়া সফরে গিয়ে তিনি প্রথমে জগবন্ধু পাড়া হাই স্কুল এবং পরে গণ্ডাছড়া এসটি বয়েজ হোস্টেল ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনের সময় মন্ত্রীকে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মেঝেতে বসে মন খুলে কথা বলতে। সরকারের উচ্চপদস্থ একজন প্রতিনিধি হয়েও তিনি শিক্ষার্থীদের একজন আপনজনের মতো পাশে দাঁড়ানশোনেনে তাদের দৈনন্দিন সমস্যার কথা, জানেন তাদের চাওয়া-পাওয়ার বাস্তব চিত্র।

প্রগতি বিদ্যাভবন থেকে আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবি এলাকাবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল : প্রগতি বিদ্যাভবন থেকে আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প প্রত্যাহার করে দেওয়ার জোরালো দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। দীর্ঘদিন ধরে এখানে ক্যাম্প থাকায় পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ এর নির্বাচনের আগে থেকে প্রগতি বিদ্যা ভবনে জায়গা দেওয়া হয়েছিল আধা সাময়িক বাহিনীর জওয়ানদের। আধা সাময়িক বাহিনীর জওয়ানরা এখনো স্কুল বিল্ডিংটি দখল করে বসে আছে। ফলে ব্যাঘাত ঘটছে পড়াশোনায়। ইতিমধ্যে স্কুলের পক্ষ থেকে তাদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। আজ নবগঠিত স্কুল পরিচালন কমিটির বৈঠকে পুনরায় পরিচালন কমিটির সদস্যরা এ ব্যাপারে আলোকপাত করেন। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদারকে সভাপতি করে গঠিত হয়েছে নতুন কমিটি। আজ এই কমিটি স্কুলের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের নিয়ে স্কুলের উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক করেন। এই স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক স্বল্পতা নিয়ে আলোচনা হয় এবং অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হবে বলেও জানান কমিটির সদস্যরা।

ভিআইপি এসকর্ট গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত দম্পতি ও শিশু, উত্তাল রাজারবাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ এপ্রিল : শনিবার দুপুরে উদয়পুর রাজারবাগ হাউসিং বোর্ড এলাকায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুলিশের এসকর্ট সহ একটি ভিআইপি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় এক দম্পতি ও তাদের শিশু সন্তান। অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর গাড়িটি দাঁড়ায়নি, সাহায্য না করেই দ্রুত ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায়।

ঘটনাটি ঘটে যখন পুলিশি এসকর্ট সহ এক উচ্চপদস্থ অফিসার আগরতলার উদ্দেশে রওনা হন। পথে রাজারবাগ এলাকায় একটি বাইককে ধাক্কা মারে গাড়িটি। বাইকে থাকা তিনজনসুমন কুমার মলসম, গীতশ্রী মলসম এবং আরগিতা মলসম রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান এবং গুরুতর আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্রুত খবর দেন অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এসে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় গোমতী জেলা হাসপাতালে। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজারবাগ এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী উদয়পুর-সাবরুম জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি, এসকর্ট গাড়িতে থাকা পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব ছিল আহতদের প্রাথমিক সাহায্য করা, কিন্তু সে পথে না গিয়ে তারা বরং গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, গাড়িটিতে আসলে কোনও উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার ছিলেন না, অথচ ভিআইপি কভারেজে গাড়িটি চলছিল। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ কর্মীরা। অবরোধকেরীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করার পর সমঝোতা করে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। ঘটনাটিকে ঘিরে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas